বুদ্ধি ও বোধি

'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'প্রেমধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ., বি. এল.,

বেদান্তরত্ন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪০

বুদ্ধি ও বোধি

উপক্রম

এই বুদ্ধিমানের দেশে বুদ্ধির 'বড়াই' খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। আমরা সবাই সু-বুদ্ধি; কদাচ এক আধ জন কু-বুদ্ধি অতি-বুদ্ধির নিন্দা রটান বটে, কিন্তু কে না জানে 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য'? ঐ ত' সার কথা! বুদ্ধির সমান কি আছে? দেহরথে আত্মা যদি রথী হন, তবে বুদ্ধি তাঁর সারথি।

বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ

—কঠ-উপনিষদ্, ৩।৯

(এখানে বিজ্ঞানের অর্থ বুদ্ধি)

সাংখ্য পরিভাষায় মনঃ, অহংকার ও বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ—অন্তঃকরণং ত্রিবিধম্। (বৈদান্তিক ঐ মনঃ, অহংকার ও বুদ্ধির উপর 'চিত্ত' যোগ করিয়া অন্তঃকরণকে চতুর্বিধ বলেন—কিন্তু সে কথা যাক্)। সাংখ্যাচার্য বলেন, ইন্দ্রিয়-সকল দ্বার—অন্তঃকরণই দ্বারী—আর ঐ ত্রিবিধ অন্তঃকরণের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান। কারণ, বুদ্ধিই সমস্ত বিষয়কে অবগাহন করে—

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়ম্ অবগাহতে যস্মাৎ

—সাংখ্যকারিকা, ৩৫

—এবং প্রদীপকল্প ইন্দ্রিয়বর্গ সমস্ত পুরুষার্থকে প্রকাশার্থ বুদ্ধির নিকটই উপনীত করিয়া দেয়—

কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য প্রযচ্ছন্তি

—সাংখ্যকারিকা, ৩৬

এ হেন বুদ্ধির দোহাই না দেওয়া যদি মূঢ়তা বিবেচিত হয়, তাহাতে বাধা কি ?

বুদ্ধির কৃতিত্বও কম নহে। বুদ্ধির সাহায্যেই মানুষ বিজ্ঞানশাস্ত্র (Science) ও তর্কশাস্ত্র (Dialectic) রচনা করিয়া জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করিয়াছে এবং চিন্তার স্রোতঃ পরিষ্কৃত করিয়াছে। তাহার ফলে অজ্ঞাতপূর্ব প্রাকৃতিক নিয়ম-সমূহ প্রতিদিন মানবের আয়ত্ত হইয়াছে ও হইতেছে এবং ব্যবহারক্ষেত্রে তাহাদের সুপ্রয়োগ দ্বারা মনুষ্যজীবন ও মানবীয় সভ্যতা স্বচ্ছন্দ ও সমৃদ্ধ হইয়াছে। অতএব যদ্যপি বিজ্ঞানশাস্ত্রকে আমাদের পরম হিতকারী বলি এবং বিজ্ঞানের সাফল্যে চমৎকৃত হইয়া তাহার শিরঃ জয়মাল্যে মণ্ডিত করি, তবে কি ঐ আচরণ অনুচিত হয় ?

আর তর্কশাস্ত্র ? বিশেষতঃ আমাদের দেশের পঞ্চাবয়ব ন্যায় ? বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বের যতদূর নির্ণয় সম্ভব, তৎপক্ষে তর্কশাস্ত্র ত্রুটি করেন নাই। কাওয়েল্ সাহেব নব্যন্যায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—ঐ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টায় পাশ্চাত্য মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়—'makes the European head dizzy'। পাশ্চাত্য কেন, এরূপ প্রাচ্যও বিরল, যিনি অবাধে এই সকল নিশিত-বুদ্ধি-ভেদ্য তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত মস্তিষ্কে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন। অতএব তর্কশাস্ত্রকে "ধন্য ধন্য" বলাতে কাহারই আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে—বিজ্ঞান ও বিতর্ককে সর্বস্ব করিয়া যদি আমরা তত্বনির্ণয়ে অগ্রসর হই, যদি একমাত্র বুদ্ধিকেই সত্যের মানদণ্ড ও তত্বের কষ্টি-পাথর-রূপে প্রতিষ্ঠিত করি, যদি দম্ভ করিয়া বলিতে যাই—'যাহা কিছু বুদ্ধির দ্বারা নির্ণেয় নহে, যাহা বৈজ্ঞানিক বিচার-সহ নহে, যাহা হেতুবাদের সহিত সমঞ্জস নহে, যাহা 'Consonant with Reason' নহে—এই Rationalistic (হেতুবাদের) যুগে আমরা তাহা মানিতে বাধ্য নহি, আমরা তাহাকে প্রত্যখ্যান করিব'—তবে কি বিজ্ঞের কার্য করা হইবে? বুদ্ধির কৃতিত্বে স্ফীত হইয়া যখন আমরা গর্বের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করি, তখন মনে রাখা মন্দ নয় যে, বিজ্ঞান ও বিতর্ক—Science ও Dialectic—এক কথায় বুদ্ধি—চরম আর্য সত্য (Ultimate Truth)-নির্ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

কেন পর্যাপ্ত নয় তাহা আমরা ক্রমশঃ প্রতিপন্ন করিব এবং আরো দেখাইবার চেষ্টা করিব—কেন বুদ্ধির উপর, আমরা যাহাকে 'বোধি' বলিতেছি—সেই বোধি অত্যাবশ্যক। বোধি কি? এক কথায়, বুদ্ধি = Intellect, বোধি = Intuition।* বুদ্ধিতে বিজ্ঞানময় কোশের প্রয়োগ, বোধিতে আনন্দময় কোশের প্রয়োগ। বুদ্ধি-জন্য জ্ঞান = বিজ্ঞান (বোধ), আর বোধি-জন্য জ্ঞান = প্রজ্ঞান (প্রতিবোধ)। বোধের উপর প্রতিবোধ, বিজ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, বুদ্ধির উপর বোধি। সেই জন্য 'বোধিসত্ব' শাক্যসিংহকে 'বোধি'-দ্রুমতলে সমাসীন হইয়া 'সম্বোধি' অর্জন করিতে হইয়াছিল, ঋষিদিগকে ন্যগ্রোধমূলে

* কেহ কেহ Intellect-কে Reason ও Intuition-কে *Pure* Reason বলিয়াছেন।

ধ্যানস্থ থাকিয়া 'প্রজ্ঞান'-বলে সেই 'প্রতিবোধবিদিতং'-কে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছিল—

প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ

—কঠ, ২।২৪

কিন্তু এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। বোধি, প্রজ্ঞান, প্রতিবোধ—ভাষা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আমাদের বাংলায় তাই দেখা যায়, বোধ আছে প্রতিবোধ নাই, বিজ্ঞান আছে প্রজ্ঞান নাই, বুদ্ধি আছে বোধি নাই। ইহা বিচিত্র নহে—অনাবশ্যক বস্তুর বিলোপ স্বাভাবিক। যাহারা যজ্ঞকে 'জগ্‌গি' করিয়াছে, মহোৎসবকে 'মচ্ছব' করিয়াছে—তাহাদের অসাধ্য কি আছে? তথাপি এই বোধির বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য আলোচনা করিতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে, বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া, বিজ্ঞান ও বিতর্কদ্বারা কেন চরমতত্ত্ব-নির্ণয় সম্ভব নয়—তৎসম্পর্কে প্রথম খণ্ডে কিছু আলোচনা করিব।

প্রথম খণ্ড

(১)

বৈজ্ঞানিক প্রণালী

প্রথমতঃ বিজ্ঞান বা Science-এর কথা বলি। বিজ্ঞানের প্রণালী কি? Observation, Experiment and Inference—এদেশের ভাষায়, সমীক্ষা, পরীক্ষা ও অন্বীক্ষা। বৈজ্ঞানিক প্রথমতঃ নৈসর্গিক সংঘটনা (যাহাকে Phenomenon বলে)—তা' সে সংঘটনা বহির্জগতেরই (external) হউক বা অন্তর্জগতেরই (internal) হউক—তৎপ্রতি ধীরভাবে, নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করেন*—ইহাকে 'সমীক্ষা' বলে। দেশ কালে সংস্থান, সন্নিবেশ ও সজ্জা বিভিন্ন হইলে, ঐ সকল সংঘটনার কি বিপরিবর্ত ঘটে, কি ভাবান্তর, রূপান্তর, অবস্থান্তর হয়, কৃত্রিম উপায়ে তাহার 'পরীক্ষা' করেন। অবশেষে সেই সকল সমীক্ষা-ও-পরীক্ষালব্ধ সংঘটনার যোগবিয়োগ করিয়া, গুণভাগ রচিয়া, নিখুঁত নিষ্কর্ষ ধরিয়া—অন্বীক্ষা বা Inference দ্বারা সত্যের, তত্ত্বের, বিধি-নিয়মের (Natural Laws-এর) আবিষ্কার করেন। এইরূপে শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞানরাজ্য বিস্তৃত হয়—নিসর্গ নিজের প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত রহস্যনিচয় উদ্ভেদন করিতে বাধ্য হয়।

---

* সেইজন্য অধ্যাপক ক্লিফোর্ড 'sublime patience of Science'-এর কথা বলিয়াছেন।

অতএব দেখা গেল, বিজ্ঞানের বলাবল মূলতঃ সমীক্ষা-ও-পরীক্ষার উপর নির্ভর করে। সমীক্ষা ও পরীক্ষা যদি দোষযুক্ত হয়, যদি তাহার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়া যায়, তবে তন্মূলক অন্বীক্ষা বিশুদ্ধ হয় না—হইতে পারে না। চক্ষু কর্ণ ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সমীক্ষা ও পরীক্ষা নিষ্পন্ন করিতে হয়; কিন্তু এসকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও সামর্থ্য কতটুকু? সূক্ষ্মতর বস্তু আমরা দেখিতে পাই না, মৃদুতর শব্দ আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না, সুকুমারতর সৌরভ আমরা আঘ্রাণ করিতে পারি না; ইত্যাদি। অথচ উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে কি? বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিকেরা ইদানীং অদৃশ্য আলোক (Invisible light) ও অস্ফুট শব্দের (Inaudible sound-এর) কথা বলিতে দ্বিধা করিতেছেন না। এই যে ইন্দ্রধনুতে কিম্বা কাঁচের দুল (Prism)-সম্পৃক্ত বর্ণচ্ছদে রক্ত, পীত, নীল, হরিৎ প্রভৃতি সপ্তবর্ণের প্রকাশ হয়, কে না জানে তাহার এপারে ও ওপারে সততই অপর বর্ণের তরঙ্গ বিচ্ছুরিত থাকে—যাহাকে 'ultra-violet' ও 'infra-red rays' বলে; কিন্তু ঐ সকল বর্ণ আমরা চর্মচক্ষে কোনদিনই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। তা' ছাড়া এমন এমনও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে (অণু, কোষাণু প্রভৃতি) এবং এমন সকল বিপ্রকৃষ্ট বস্তু লক্ষ-কোটি যোজন দূরে অবস্থিত আছে (যেমন অতিদূরস্থিত তারকাপুঞ্জ)—যাহা চিরদিনই আমাদের আলোচ্য ইন্দ্রিয়শক্তির অগোচর রহিবে। সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা তিগ্ম, তীক্ষ্ণ ও সুকুমার যন্ত্রপাতির*

* Instruments and apparatus of the most exquisite and delicate character.

উদ্ভাবন করেন—যেমন অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, তৌলদণ্ড (Microscope, Telescope, Balance), ইত্যাদি। তদ্দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-সামর্থ্য বর্ধিত হয় এবং যাহা সহজ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ছিল, তাহা গোচরীভূত হয়। কিন্তু যন্ত্রপাতির তীক্ষ্ণতা ও তিগ্মতারও ত' সীমা আছে। এমন সকল তারা আছে যাহা প্রখরতম দূরবীক্ষণের দ্বারাও অ-দৃষ্ট থাকে। অণুবীক্ষণ সম্পর্কেও ঐ কথা।

অধ্যাপক ডল্‌বেয়ার্ (Dolbear) বলিয়াছেন যে, প্রচলিত তিগ্মতম অণুবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা যদি ১০৯ গুণ বর্ধিত করিতে পারা যাইত, তবেই পরমাণু (Atom) আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত। অথচ গত ৬০।৭০ বৎসরের চেষ্টায় অণুবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা মাত্র বার তের গুণ বাড়িয়াছে।* সেজন্য কিছুদিন হইতে বিজ্ঞানক্ষেত্রে আমরা স্থগন ও স্তম্ভনের কথা (যাহাকে 'Dead-locks' বলে) শুনিতে পাইতেছি। এসম্পর্কে কাশীস্থ সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ রিচার্ডসন একবার লিখিয়াছিলেন—'দেখা যায় বিজ্ঞান দিন দিনই তাহার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র যে স্থূলজগৎ —তাহার অন্ত্যসীমার সমীপস্থ হইতেছে—আর অগ্রসর

---

* ঐ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্যার অলিভার্ লজ্ একস্থলে লিখিয়াছেন —A portion of substance consisting a billion atoms (i. e a million-millon) is barely visible with the highest power of a microscope and a speck of granule in order to be visible to the naked eye must be a million times bigger still.

হইবে কি রূপে' ?* বৈজ্ঞানিক-শিরোমণি লর্ড কেল্‌ভিনের মন্তব্য আরও তীব্রতর। তিনি বলিয়াছেন,—বিগত ৫০ বৎসরব্যাপী বিজ্ঞানের সমস্ত প্রচেষ্টার অঙ্গে বিফলতা জ্বলদ্-অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে'।†

সেইজন্য কোন কোন আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের উচ্চতর সমস্যার সমাধানের পক্ষে যন্ত্রপাতির আপেক্ষিক ব্যর্থতা লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিকের নিজের অভ্যন্তরে যে 'করণ' (দৃষ্টিশক্তি, শ্রুতিশক্তি প্রভৃতি) অস্ফুট ও অব্যক্ত আছে, তাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া দিব্য-দৃষ্টি (clairvoyance), দিব্য-শ্রুতি (clairaudiance), psychometry প্রভৃতি শক্তির সাহায্যে সমীক্ষার ও পরীক্ষার পরিধির পরিসর বাড়াইয়া বিজ্ঞানের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিতে হইবে।‡ কিন্তু যদিইবা বৈজ্ঞানিক দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি লাভ করিয়া এইভাবে উন্নততর শক্তিধর হইতে পারেন, এবং প্রাতিভ আলোক বিন্যাস দ্বারা সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষ

---

* Thus Science is daily approaching more nearly to the boundary of its present field of work in the physical plane.

† The word 'failure' is written on all the efforts made by Science during the last fifty years.

‡ অবশ্য অনেক বৈজ্ঞানিক এই সম্ভাবনাকে অবাস্তর কল্পনা মনে করেন—কিন্তু সকলে নয়। অধ্যাপক রিচের (Prof. Richet) কথা শুনুন—

'The real world sends us vibrations around us. Some of these are perceived by our senses, others

করিতে সক্ষম হন,*—তবেই কি বুদ্ধির সাহায্যে অন্বীক্ষা করিয়া কোনোদিন চরম সত্যের নির্ধারণ করিতে পারিবেন ? স্মরণ রাখিবেন বিজ্ঞান যখন সমীক্ষা ও পরীক্ষা ছাড়িয়া অন্বীক্ষার উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করে, তখন তাহাকে দর্শনের ত্রিসীমায় উপনীত হইতে হয়। অতএব দর্শনের বলাবল একটু পরীক্ষা করা যাক্।

---

not perceptible to them are disclosed by our scientific instruments. But there are still others which act upon certain human minds and reveal to them fragments of reality'.

এ সম্পর্কে 'Science of Seership' গ্রন্থের গ্রন্থকার হড্সন্ সাহেব কয়েকটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন—

'So far, the faculty of *exterior* observation has been (fairly) perfected. The next step is the development of the capacity for *interior* cognition until a similar standard of perfection has been reached'. (p. 151)

তখনই দেখা যাইবে,—'The Inward eye (শিবনেত্র) sees more than the frontal stereoscope'. (Bengal Lancer)

* প্রবৃত্ত্যালোকন্যাসাৎ সূক্ষ্ম-ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-জ্ঞানম্—যোগসূত্র, ৩।২৪

এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া মিসেস্ বেসেন্ট্ 'Occult Chemistry' ও মিঃ লেড্বিটার 'Man—Whence and Whither' প্রণয়ন করেন।

দার্শনিক প্রণালী

বুদ্ধির সাহায্যে আমরা যে দার্শনিক গবেষণা করি, তাহার প্রণালী কি? উহার প্রণালী—তর্ক, বাদ ও বিচার—কখনও কখনও বিতণ্ডা। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে অনেক দার্শনিক বুদ্ধির সাহায্যে দর্শন-রচনার প্রয়াস করিয়াছেন; কিন্তু সে চেষ্টা প্রায়শই ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাঁহাদের রচিত দর্শন (কবি মিল্‌টনের ভাষায়) 'vain philosophy'তে পরিণত হইয়াছে। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ, জীব, জড় ও ব্রহ্ম—এই তত্ত্বত্রয় সম্বন্ধে মৌলিক তত্ত্বের (First Principles-এর) নির্ধারণ করা, কিম্বা দার্শনিক-প্রবর হেগেল যাহাকে 'rethinking the thoughts of creation'—'সৃষ্টি-রহস্যের বিলোমক্রমে প্রতি-সর্পণ' বলিয়াছেন—বুদ্ধিদ্বারা সে ব্যাপার নিষ্পন্ন করা কিরূপ অসম্ভব আমরা তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করি।*

দর্শনের যাহা প্রধান বেদ্য, সেই ব্রহ্মবস্তু—গীতা যাঁহাকে 'জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং' বলিয়াছেন—সেই ব্রহ্মসম্বন্ধে বুদ্ধিকৃত আলোচনার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুদ্ধির অক্ষমতার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী—তাঁহারা ব্রহ্মের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বুদ্ধির

---

* অধ্যাপক জেম্‌স্ তাঁহার 'Varieties of Religious Experiences'-গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে দার্শনিকের এই পণ্ডশ্রমকে লক্ষ্য করিয়া অনেক বিদ্রূপবাণী বর্ষণ করিয়াছেন।

নিকট প্রহেলিকা বা প্রলাপবাক্যই বোধ হয়। কারণ, তাঁহারা ব্রহ্মকে সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মে অন্বিত করিয়াছেন, সমস্ত বিরুদ্ধ লক্ষণে লক্ষিত করিয়াছেন, এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম সমস্ত বিরোধের চরম সমন্বয়—'is the Supreme Unity of all Contradictions' *

একাধারে স্থিত ঐ বিরোধী ধর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় লইবেন কি? ঋষিরা বলেন, ব্রহ্ম অণোরণীয়ান্—অণু অপেক্ষা অণু, অথচ মহতো মহীয়ান্—মহতের অপেক্ষা মহান্। তিনি দূর হইতে সুদূরে অথচ নিকট হইতে নিকটতরে (দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ, closer than our hands and feet —Newman)। তিনি যুগপৎ স্থাবর ও যাযাবর, তিনি স্থিতিশীল অথচ গতিশীল, static অথচ dynamic, absolute motion অথচ absolute rest (তদ্ এজতি তন্নৈজতি; আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ)। তিনি নিমেষ

---

* এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া এবং সর্বদেশের ঋষিদিগের অনুভূতির প্রতিধ্বনি করিয়া মিস্ আণ্ডার্‌হিল্ তাঁহার 'Mysticism'-গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন ;—

Man's true Real, his only adequate God must be great enough to embrace this *sublime paradox*, to take up these apparent negations into a higher synthesis. * * * He is best known as that Unity, where all these opposites are lifted up into harmony, into a higher synthesis. * * * At once static and dynamic, above life and in it, all Love yet all Law, eternal in essence though working in time—this vision resolves the contraries which tease those who study it from without.

অথচ কল্প—নিমেষ এব কঃ কল্পঃ কঃ কল্পোপি নিমেষকঃ। তিনি পরঃ ত্রিকালাৎ অথচ Eternal Now (ভূত-ভব্য-ভবাত্মকঃ); তিনি চেতন অথচ পাষাণ (কশ্চেতনোপি পাষাণঃ), চিৎ অথচ জড়, তিনি মদামদ (কস্তং মদামদং দেবং); তিনি আনন্দ অথচ নিরানন্দ, তিনি 'অদুঃখং অসুখং ব্রহ্ম'। তিনি সৎ অথচ অসৎ (অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসদ্ উচ্যতে)। অধিকন্তু তিনি তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ—একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ (immanent ও transcendent)। ঐ মর্মে একজন সুফি সাধক বলিয়াছেন—

'First and Last, End and Limit of all things, incomparable and unchangeable, always near yet always far.' *

---

* এ সম্পর্কে খৃষ্টীয় সাধু ধ্যানরসিক সেণ্ট্ অগাষ্টাইনের প্রগাঢ় উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

"What are thou, then, my God? Highest, best, most potent (i. e. dynamic), most omnipotent (i e. transcendent), most merciful and most just, most deeply hid yet most near. Fairest yet strongest, steadfast yet unseizable, unchangeable yet changing all things; never new, yet never old. Ever busy yet ever at rest, gathering yet needing not: bearing, filling, guarding, creating, nourishing and perfecting. Seeking, though thou hast no wants. What can I say, my God, my life, my holy joy? Or what can any say who speaks of Thee?

—Confessions, Book I, Ch. iv.

যাঁহারা অভেদে ভেদদর্শী, বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা যে এই আপাত-বিরোধের গহনারণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইবেন, বিচিত্র কি ?* চরম আর্যসত্যের নির্ণয়কল্পে বুদ্ধি যে কতদূর অক্ষম—ইহা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

জীবতত্ত্বের নির্ধারণেও বুদ্ধির অক্ষমতা দেদীপ্যমান। তাই দেখা যায়, দার্শনিকগণ বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়া ঐ জীব সম্বন্ধেও বহু বিরুদ্ধবাদের অবতারণা করিয়াছেন এবং নানা বিতণ্ডার গহন মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। জীব কি বিভু না অণু ? জীব কি 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ' অথবা 'অণুরেষ আত্মা' ? জীব কি ব্রহ্মের অংশ (অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩), অথবা তাঁহার আভাস বা প্রতিবিম্ব (আভাস এব চ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৫০) ? জীব কি এক না বহু ? সাংখ্যেরা বলেন, 'পুরুষবহুত্বং সিদ্ধম্'—বেদান্তীরা বলেন—'এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ'। কাহার কথা ঠিক ?

পুনশ্চ—জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কি ? জীব কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না অভিন্ন ? জীব কি ব্রহ্মের দাসানুদাস (দাসস্য দাসদাসোঽহং) অথবা 'সোহং আপে আপ' ? ব্রহ্ম কি জীব হইতে অধিক (অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২) অথবা 'তত্ত্বমসি'—তুল্যমূল্য ? বুদ্ধির দ্বারা এ সম্বন্ধে দার্শনিক

---

* সেইজন্য 'in mystical literature, such self-contradictory phrases as 'dazzling obscurity', 'whispering silence,' 'teeming desert' are continually met with.'—William James' Varieties of Religious Experiences. p. 420.

বিচার বিতণ্ডা করিয়া যদি এক মন্বন্তরও অতিবাহিত করি এবং মৈনাককে লেখনী করিয়া সাগরবারিকে মসীরূপে ব্যবহার করিয়া নিঃশেষ করি, তথাপি বিতর্কদ্বারা কোনদিন এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে পারিব কি? বস্তুতঃ বুদ্ধির অগম্য হইলেও জীবব্রহ্মের প্রকৃত সম্বন্ধ—শ্রীচৈতন্যদেবের ভাষায়—'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'—জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে অভিন্নও বটে। সেইজন্য সুফি সাধক জিমি বলিয়াছেন—

'And whoever in Love's city enters, finds but room for One and but in Oneness Union.'

অর্থাৎ, যিনিই সেই প্রেমময়ের ধামে প্রবেশ করেন, তিনিই দেখেন সেখানে দুই নাই এক,—দ্বৈত নয় অদ্বৈত।

সেই প্রাচীন কথা—'যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে অস্তং গচ্ছতি নামরূপে বিহায়'—সেই যুগ-যুগান্তরের উপদেশ—'অবিভাগো লোকবৎ'। এ সম্পর্কে একজন পশ্চিমা যোগী (Racejac) কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

'ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থায় ধ্যানরসিক উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার অস্তিত্ব স্বাধীন নহে—ঈশ্বরে নিমজ্জিত। সে অবস্থায় জীব-সম্বিৎ বুঝিতে পারে যে, তাহা হইতে অভিন্ন কিন্তু অধিক এক বিশ্বসম্বিৎ দ্বারা সে গ্রস্ত হইয়া আছে—যে সম্বিতে ব্রহ্মের ব্যাপকতা ও জীবের আত্মীয়তা যুগপৎ বিদ্যমান।' *

---

* The mystic experience ends with the words—'I live but not I but God in me' × × The Consciousness finds itself (then) possessed by the sense of a Being, at one and the same time greater than the self and identical with it : great enough to be God, intimate enough to be we'.

ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ। বুদ্ধি কোটিকল্প মাথা কুটিলেও এ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না।

প্লেটো যাহাকে 'Ideas' বলিতেন, আমরা যাহাকে 'Archetypes' বা 'প্রজাপতির প্রকল্প' বলি—যাহা স্ফোটরূপে অনাদি—যাহা 'real, though no object that experience may give can correspond therewith'—যাহা 'not mere cobwebs of the brain'—যাহাদের তাত্ত্বিক সত্তা আছে, যাহারা কল্পনার লূতাতন্তুমাত্র নহে—ঐ 'Ideas' নির্ধারণ করিবার বিফল প্রযত্ন দ্বারা বুদ্ধি নিজের অক্ষমতা আরও বিস্পষ্ট করিয়াছে।*

এ সম্পর্কে মহামনস্বী ক্যাণ্টের উক্তি এই :—

'কি ব্যাবহারিক কি পারমার্থিক কোনক্ষেত্রেই Reason বা বুদ্ধি যে সফলতা অর্জন করিতে পারে না—একথা আমি ক্রমশঃ প্রতিপন্ন করিব ; আরো দেখাইব যে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সমতলভূমি ছাড়িয়া বুদ্ধি যদি বিচারবিতর্কের সাহায্যে তুঙ্গে উড্ডীন হইবার চেষ্টা করে তবে সে চেষ্টা সর্বদা নিষ্ফল হয়।' †

---

* প্লেটোর এই 'Idea-তত্ত্ব' বেশ কঠিন। তাঁহার 'Ideas' inhere in the Divine mind. For instance the idea of tree—the archetype (ন্যায় দর্শনের 'জাতি' বা 'সামান্য') is in the Divine mind. The objective trees are so many approximations to the Divine idea—the 'archetype', which can never be fully approximated.

† I shall show that neither on the one path—the empirical, nor on the other, the transcendental—can reason achieve anything and that it stretches its wings

অন্যত্র কিন্তু ক্যান্ট্ বলিতেছেন—"Reason has knowledge of the 'Ideas'. The Ideas as realities are known ; (but) *Ideas* as objects must be distinguished from *things* as objects existing in space and time." ইহা বিরোধাভাস—বিরোধ নহে—কারণ, ঐ Reason—'Ideas' যাহার বেদ্য, উহা ক্যান্টের *Pure* Reason—বুদ্ধি নহে, বোধি। প্রত্যক্‌ভাবে (from the subjective view-point) যাহা 'Idea', পরাক্‌ভাবে (from the objective view-point) তাহাই স্ফোট। বোধি দ্বারা ঐ সকল স্ফোট বিদিত হওয়া যায় এবং ঐভাবে অর্জিত জ্ঞানই প্রজ্ঞান। *

আমরা দেখিয়াছি বুদ্ধির সম্বল তর্ক, কিন্তু আমরা যাহাকে আর্য সত্য বলিলাম সে সকল সত্য তর্কের অ-বিষয়—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া—কঠ, ২।৯

সেইজন্য প্রাচীনেরা বলিতেন—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তান্ তর্কেণ যোজয়েৎ

'যাহা বুদ্ধির অগম্য, এরূপ তত্ত্বসম্পর্কে তর্কের প্রয়োগ

---

in vain, if it tries to soar beyond the world of sense by the mere power of speculation. (Max Muller's Translation of 'Critique of Pure Reason', 2nd Edition, p. 477)

* সেইজন্য 'Mysticism-গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন—'Mysticism, in its pure aspect, is the science of ultimates'. এই 'ultimates'ই প্লেটোর Ideas বা Archetypes.

করিতে নাই', এবং হেতুবাদী (Rationalists)-দিগের নিন্দা করিতেন—

ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
অন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাম্ অনুরক্তো নিরর্থিকাং॥
হেতুবাদান্ বদন্ সৎসু বিজেতা হেতুবাদিকঃ।
আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি।
বোদ্ধব্যস্তাদৃশ স্তাত! নরং শ্বানং হি তং বিদুঃ॥

—মহাভারত, ১৩।৩৭।১১-১৩

'যে ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যাভিমানী, যে বেদনিন্দক—যে নিরর্থক তর্কশাস্ত্র আশ্রয় করিয়া হেতুবাদের প্রয়োগদ্বারা জিগীষা পোষণ করে—আক্রোশ যাহার লক্ষ্য, যে অতিবক্তা—সেই 'হেতুবাদী' ব্রাহ্মণকে কুকুরের সমতুল্য জ্ঞান করিবে।'

—এবং সর্বদা সতর্ক করিতেন—'হেতুবাদান্ বিবর্জয়েৎ'। এমন কি মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্তদর্শনে সূত্র করিয়াছেন,—

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ—২।১।১১

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—

'লোকে বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যে তর্কের উত্থাপন করে, সে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। কারণ, এক বুদ্ধিমানের উপস্থাপিত তর্ক অপর বুদ্ধিমান্ নিরাস করেন। পক্ষান্তরে তাঁহার তর্কও তৃতীয় বুদ্ধিমান্ কর্তৃক খণ্ডিত হয়। অতএব তর্কের শেষ কোথায়?' শঙ্করাচার্য তৃতীয় বুদ্ধিমানেই বিশ্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু যদি তৃতীয়ের পরে চতুর্থ থাকে, চতুর্থের পর পঞ্চম, তাহার পর ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ইত্যাদি বীজগণিতের 'n' পর্যন্ত—তাহা হইলে তর্ক কোথায় গিয়া পর্যবসিত হয়? অনেকস্থলে তার্কিক-সমাজে ঐরূপই ঘটে না কি?

উদ্ধৃত শ্লোকে মহাভারতকার বেদনিন্দকের নিন্দা করিলেন। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া, তর্কের দ্বারা তত্ত্বনির্ণয় সম্ভব নহে বলিয়াই বেদের প্রয়োজন।

নিরাগমাঃ পুরুষ-প্রেক্ষামাত্র-নিবন্ধনাঃ তর্কাঃ অপ্রতিষ্ঠা ভবন্তি—শঙ্কর

বেদ কি? যাহা অ-দৃষ্টের, অ-শ্রুতের, অ-বিজ্ঞাতের প্রতিপাদন করে—তাহাই বেদ। যেখানে তর্ক মূক, সেখানে বেদ মুখর। বেদ নিত্য অথবা জন্য? বেদ অপৌরুষেয় বা সর্বজ্ঞতুল্য-ঋষি-বাক্য—সে সকল তর্কের গহণারণ্যে প্রবেশ করিতে চাহি না। তবে বেদের প্রামাণ্য এই জন্য যে, যাঁহারা বেদের বক্তা তাঁহারা ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-পরিশূন্য সত্যদ্রষ্টা পুরুষ। এই জন্যই প্রাচীনেরা বলিতেন যে, যাহারা বেদ না মানে তাহারা 'নাস্তিক'। কারণ, তাহাদের পক্ষে সত্য-নির্ধারণের করণ বা organon এর একান্ত অভাব।

---

(৩)

বুদ্ধির অক্ষমতা

আর্যসত্য নির্ণয়ে বুদ্ধির অক্ষমতার আমরা একাধিক নিদর্শন দিলাম। বুদ্ধি বা intellect-এর দ্বারা কেন চরম-তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা কয়েক বৎসর হইতে বেশ গভীরভাবে আলোচনা করিতেছেন। এই সকল দার্শনিকের মধ্যে প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বার্গস (Bergson)-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ দার্শনিক ক্যাণ্ট্ ও হেগেল্ যে স্থান অধিকার করিতেন, এই বিংশ শতাব্দীতে বার্গস চিন্তারাজ্যে সেই স্থান অধিকার করেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসঙ্গে ঐ বার্গস কয়েকটি অতিশয় উপাদেয় কথা বলিয়াছেন। নিম্নের পাদটীকায় আমরা তাহার মূল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং তাহার সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ এখানে বিন্যস্ত করিলাম। তৎপ্রতি পাঠকের চিন্তা আকর্ষণ করি।*

---

* "The mind, which thinks it knows Reality because it has made a diagram of Reality, is merely the dupe of its own categories. The intellect is a specialized aspect of the self, a form of consciousness; but specialized for very different purposes than those of metaphysical speculation. Life has evolved it in the interests of life, has made it capable of dealing with

বুদ্ধি চরমতত্ত্বের একটা নক্সা প্রস্তুত করিয়া মনে করে বুঝি চরমতত্ত্বের জ্ঞান হইল, কিন্তু এটা প্রকাণ্ড ভ্রম। আমরা

'solids', with concrete things. With these it is at home. Outside of them it becomes dazed, uncertain of itself; for it is no longer doing its natural work, which is to *help* life, not to *know* it. In the interests of experience, and in order to grasp perceptions, the intellect breaks up experience, which is in reality a continuons stream, an incessant process of change and response, with no separate parts, into purely conventional 'moments', 'periods', or psychic 'states'. It picks out from the flow of reality those bits which are significant for human life; which 'interest' it, catch its attention. From these it makes up a mechanical world in which it dwells, and which seems quite real until it is subjected to criticism. It does the work of a cinematograph; takes snapshots of something which is always moving, and by means of these successive static representations—none of which are real, because Life, the object photographed, never was at rest—it recreates a picture of life, of motion. This picture, this rather jerky representation of divine harmony, from which innumerable moments are left out, is very useful for practical purposes; but it is not Reality, because it is not alive."

অন্যত্র বার্গসঁ বলিয়াছেন :—

"Intuition and intellect represent two opposite directions of the work of consciousness. Intuition goes in the very direction of life; intellect in the opposite direction.........Intellect is characterised by a natural inability to know life. Instinct is sympathy and turned towards life."

দেখিতে পাই, তত্ত্বের, সত্যের যে স্বচ্ছন্দ অবাধ প্রবাহ—বুদ্ধি তাহাকে খণ্ডিত করিয়া বিভক্তভাবে—বিযুক্তভাবে দেখে। তদ্দ্বারা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ত' হয়ই না—মাত্র একটা কৃত্রিম কল্পিত যন্ত্রসিদ্ধ জগতের প্রতিভাস হয়। সে প্রতিভাস সজীব নহে, সে প্রতিভাস সত্য নহে—সত্যাভাস মাত্র। (It is not reality, because it not alive)। মোটামুটি রকমে বিশ্বের বেসাত নির্বাহ করিবার জন্যই নিসর্গ বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ বুদ্ধি সংবিতের একটা আংশিক প্রকাশ। বুদ্ধি ব্যাবর্তক্ষেত্রে পটু ও কর্মঠ বটে, কিন্তু যখন সে নিজের 'কোঠ' ছাড়িয়া সত্যের মণি কোঠায় প্রবেশ করিতে চায়—যখন সে 'বিশেষ' ছাড়িয়া 'সামান্যে'উত্থিত হইবার জন্য প্রয়াস করে, তখনই তাহার ব্যর্থতা বিস্পষ্ট হয়। তাই বার্গস বলেন যে, তত্ত্বনির্ণয়ের পক্ষে বুদ্ধি স্বভাবতই বিকল (Intellect is characterised by a natural inability to know life.)

এই সকল কথার সম্প্রসারণ করিয়া তাঁহার শিষ্য Wildon Car বলিয়াছেন *—

এক কথায়, Our intelligence, says Bergson, treats all factors before it, as if, they were separate units (which they are not). Intelligence is excellent, when it deals with inert 'solids' but goes astray when it attempts to explain life (which is not static but dynamic). —C. Jinarajadasa's The New Humanity of Intuition.

*What then is the intellect? It is to the mind what the eye or ear is to the body. Just as in the course of evolution, the body has become endowed with certain special sense-organs which enable it to receive the revelation of the reality without, and at

'চক্ষু কর্ণ যেমন শরীরের করণ, বুদ্ধি সেইরূপ সম্বিতের করণ। যেমন আমরা চক্ষু কর্ণ দ্বারা সত্যের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিতে পারি না—কারণ, ঐ ঐ করণের মধ্যস্থতায় সত্য সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া যায়,—সম্বিতের বুদ্ধি-রূপ করণেরও সেই দশা। বুদ্ধির মধ্যস্থতায় তত্ত্বদর্শন করিলে তত্ত্বের সাক্ষাৎ স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না—সত্য খণ্ডিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়াই সম্বিতের নিকট আত্মপ্রকাশ করে।'

ইহা হইতে বুঝা গেল, কেন বুদ্ধি চরমতত্ত্ব নির্ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

পুনশ্চ—আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যাহাকে আমরা সম্বিৎ বলি, ঐ সম্বিৎ একটি বৃহৎ ব্যাপক বস্তু এবং বুদ্ধি বা intellect ঐ সম্বিতের সর্বস্ব নহে—একটি ভগ্নাংশ মাত্র। বস্তুতঃ দেখা যায়, নব্যতান্ত্রিক মনোবিজ্ঞান কয়েক বৎসর হইতে subliminal consciousness বা নিমজ্জিত সম্বিতের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তত্ত্বদর্শী মায়ার সাহেব (Frederic Myer) সংবিতের এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ইহাকে সাগরে ভাসমান তুষার-স্তূপের (Iceberg) সহিত তুলনা করিয়াছেন। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, জলপূর্ণ কাঁচের গ্লাসে এক টুকরা বরফ ছাড়িয়া দিলে, ঐ বরফের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র (বোধ হয় সাত ভাগের এক

---

the same time limit the extent and the form of that revelation, so the intellect is a special adaptation of the mind, which enables the being endowed with it to view the reality outside it, but which at the same time limits both the extent and character of the view the mind takes.

ভাগ) জলের উপরে ভাসে—বাকি অংশ জলের নীচে ডুবিয়া থাকে। তুষার-স্তূপের সম্বন্ধেও ঐরূপই দেখা যায়। শীত-প্রধান উত্তর সমুদ্রে গ্রীষ্ম ঋতুর আরম্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের পাহাড় ভাসিয়া আসে। ঐ সকল পাহাড়ের দশ হাত যদি জলের উপরে ভাসে, তবে অন্ততঃ ৭০ হাত জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন বলিতেছেন যে, জীব-সংবিৎও ঐরূপ। উহা একটা প্রকাণ্ড বস্তু—উহার কিয়দংশ মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারে প্রকাশিত হয়—যাহাকে 'Brain consciousness' বলে। ইহাই যেন বরফস্তূপের জলের উপরে ভাসমান ভগ্নাংশ; কিন্তু উহার অধিকাংশ subliminal অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় অব্যক্ত থাকে—ইহাই যেন বরফস্তূপের জলমগ্ন অবশিষ্টাংশ। দিব্য দৃষ্টি, প্রাগ্‌দৃষ্টি, সাইকোমেট্রি, সফল স্বপ্ন, ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐ subliminal সংবিৎ (যাহা জাগ্রদ্দশায় অব্যক্ত বা subliminal ছিল), সেই সংবিৎ উপরে কতকটা ভাসিয়া উঠে এবং আমরা এই ব্যাপকতর সংবিতের (Larger Consciousness-এর) ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হই।*

---

*এই subliminal consciousness সম্বন্ধে স্যার অলিভার লজ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

The doctrine is roughly that we are each of us larger than we know, that each of us is only a partial incarnation of a larger self. The individual, as we know him, is an incomplete fraction. The incarnate fraction varies in different individuals, from something (almost insignificant) to something rather magnificientand striking,but in no case is the whole self manifested in any given individual.—Making of Man.

তবেই বলিতে পারি, মস্তিষ্কের দ্বার দিয়া বুদ্ধি বা intellect-রূপে সম্বিতের যেটুকু প্রকাশিত হয়, সম্বিৎ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। ঐ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা আমাদের ব্যাপকতর সম্বিতের ইয়ত্তা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি? অতএব আমরা বুদ্ধিকে সর্বস্ব, ভাবিব কেন? কারণ, 'we are not pure intellects'। জাগ্রত অবস্থার উপরে আমাদের স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, নির্বাণ প্রভৃতি অবস্থান্তর আছে। সেই সেই অবস্থায় আমরা ঐ ব্যাপকতর সম্বিতের সাক্ষাৎ পাই—'we become at least aware of the larger, truer self.'*

অতএব আমি বলিতে চাই যে, মাত্র বুদ্ধিকে সম্বল করিয়া যদি আমাদের তত্ত্বনির্ণয়ের পথে অগ্রসর হইতে হইত, যদি বুদ্ধি-রচিত বিজ্ঞান-দর্শনকে সর্বস্ব করিয়াই আমাদের

---

* এসম্পর্কে 'Mysticism'-গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্রী কয়েকটি সার কথা লিখিয়াছেন—ঐ কথাগুলি আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"Cease to identify your intellect and yourself. Become at least aware of the larger truer self, that free creative self which constitutes your life, as distinguished from the scrap of consciousness which is its servant. Smothered in daily life by the fretful activities of our surface mind, Reality emerges in our great moments and seeing ourselves in its radiance we know, for good or evil, what we are. We are not pure intellects * * * Around our conceptional and logical thoughts, there remains a vague, nebulous somewhat, the substance at whose expense the luminousnucleus we call the 'intellect' is formed.

তুষ্ট থাকিতে হইত—তবে আমাদের সমুচিত 'বাদ' (appropriate philosophy) হইত—সংঘটনাবাদ—যাহাকে Phenomenalism বলে। Phenomenalism কি ?

বল্‌ডুইন্‌ তাঁহার 'Dictionary of Philosophy and Psychology'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'Phenomenalism is the theory that all knowledge is limited to phenomena (things and events in time and space) and that we cannot penetrate to reality in itself' (যাহাকে Noumenon বলে এবং যাহা, দার্শনিক ক্যাণ্টের ভাষায়,—is Reality out of time and space)। এই Phenomenon ও Noumenon-এর এদেশীয় নাম ব্যাবর্ত ও পরমার্থ।

তবেই দেখিলাম, সংঘটনাবাদ সেই মত যে মতে দেশকালে নিবদ্ধ সংঘটনা বা Phenomena-ই জ্ঞানের পরিধি এবং তদূর্ধ্বে যে Noumena বা পরমার্থ তাহা চিরদিনই জ্ঞানের অবিষয় থাকে।

এই সংঘটনা-বাদের পরিণত আকার কোঁৎ-এর Positivism বা দৃষ্টবাদ এবং তাহার 'মাসীতুত ভাই' হাক্‌স্‌লি ও স্পেন্‌সর্‌-এর অনুমোদিত Agnosticism বা অজ্ঞেয়তাবাদ। দৃষ্টবাদ (Positivism) কি ? কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদের সার কথা এই ঃ—কোঁৎ বলেন, মানবের চিন্তাধারা পর পর তিনটি 'ক্রম' পার হইয়া অগ্রসর হইয়াছে—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক।

প্রথম বা আধিদৈবিক 'ক্রমে', মানুষ প্রত্যেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের পশ্চাতে তাহার কারণ-স্বরূপ দেব-দেবীর কল্পনা করে।

দ্বিতীয় বা আধ্যাত্মিক 'ক্রমে,' ঐ সকল দেবদেবী অ-দৃষ্ট প্রতীকে পরিণত হইয়া ধর্ম ও দর্শনের সাংকর্য সৃষ্টি করে।

তৃতীয় বা আধিভৌতিক ক্রমই বৈজ্ঞানিক 'ক্রম'। এই 'ক্রমে' কার্যকারণের সুশৃঙ্খলা সাব্যস্ত হইয়া মানবচিন্তা দৃষ্টবাদের তুঙ্গ চূড়ায় সুস্থিত হয়।

অতএব কোঁৎ-এর মতে অধ্যাত্মচর্চা একেবারেই নিষ্ফল —শুধু নিষ্ফল নয়, নিরর্থক—যেহেতু 'Positivism treats experience (অনুভূতি) as the only source of knowledge and is consequently opposed to all metaphysical speculation'. (An Outline of Modern Knowledge.—Gollanez, p 546)

অর্থাৎ, Positivism সেই মত যে মতে ইন্দ্রিয়ানুভূতিই জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি এবং যে মত সর্ববিধ আধ্যাত্মিক বিচার-বিতর্কের বিরোধী।*

---

* এই Positivism সম্বন্ধে বল্‌ডুইন্ তাঁহার অভিধানে লিখিয়াছেন :— The name is applied by Comte to his own philosophy, characterising negatively its freedom from all speculative elements and affirmatively its basis on the methods and results of the hierarchy of positive sciences i. e mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology and sociology. It is allied to Agnosticism in *its denial of the possibility* of knowledge of reality in itself, whether of mind, matter or force. It is allied to phenomenalism in its denial of capacity to know either efficient or final Causation or anything except the relations of co-existence and sequence in which sensible phenomena present themselves.

আর Agnosticism বা অজ্ঞেয়তাবাদ কি? ঐ মতে পরতত্ত্ব ঈশ্বর চিরদিন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় আছেন ও থাকিবেন —কারণ, মনুষ্যের এমন কোন বৃত্তি নাই, যদ্-দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব কোনদিন উদ্‌ঘাটিত হইবে।†

এই Positivism ও Agnosticism-কে এদেশের প্রাচীন ভাষায় 'নাস্তিকতা' ও 'মাস্তিকতা' বলা হইত। বস্তুতঃ যদি বুদ্ধি বা Intellectই আমাদের সর্বস্ব হয় এবং ঐ বুদ্ধির সাহায্যে যখন চরম সত্য নির্ধারণ করা অসম্ভব—তখন আমাদিগের নাস্তিক বা মাস্তিক না হইয়া উপায়ান্তর কি?

কিন্তু আমরা ত' দেখিয়াছি বুঁদ্ধি সম্বিতের সর্বস্ব নহে— ভগ্নাংশ মাত্র। অতএব বুদ্ধির দ্বারা চরমতত্ত্বের নির্ণয় হয় না বলিয়া হতাশ হইয়া আমরা দৃষ্টবাদ বা অজ্ঞেয়তাবাদ আশ্রয় করিব কেন? বিশেষতঃ যখন বুদ্ধির উপর বোধি রহিয়াছে, Intellectএর উপর Intuition রহিয়াছে। ঐ বোধির সাহায্যে চরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, জীব প্রভৃতি আমাদের অজ্ঞেয় থাকে না—জ্ঞেয় হয়। ইহাই আমাদের পরম সান্ত্বনা।

---

† এই Agnosticism সম্বন্ধে বল্‌ডুইনের সংক্ষেপোক্তি এই :—

This term is due to Huxley and is primarily descriptive of any theory which denies that it is possible for man to acquire knowledge about God.

দ্বিতীয় খণ্ড

(১)

বোধি কি ?

আমরা একাধিকবার বোধির নাম করিয়াছি আর বলিয়াছি বুদ্ধির উপর বোধি। এই বোধি কি? বুদ্ধির সহিতই বা ইহার সম্বন্ধ কি ?

প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হয়, ঐ বোধি বুদ্ধির বিকাশ বা development মাত্র নহে। বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে কেবল ডিগ্রীগত প্রভেদ নয়—প্রকৃতিগত প্রভেদ। একজন মানুষ খুব বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন—তাঁহার বুদ্ধি সবিশেষ তীক্ষ্ণ ও তিগ্ম হইতে পারে, তথাপি তাঁহার মধ্যে বোধির কোন চিহ্নই থাকিতে না পারে। এক কথায়, বোধি একটা নূতন করণ (a new faculty—Novum Organum)। যেমন চক্ষু কর্ণের প্রভেদ। একজন চক্ষুষ্মান্ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার যদি কর্ণের উদ্গম না হইয়া থাকে, অথবা তিনি যদি বধির হন —তবে musical fugue বা কালোয়াতি আলাপের তিনি কি বুঝিবেন ?

আমরা বলিলাম, বোধি বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র একটা নবতর করণ (new faculty)—'It is a faculty different from mind (intelligence)'। এ কথায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি-

দিগের সম্মতি আছে। প্রথমতঃ 'মিস্‌টিসিজ্‌ম্‌'-এর গ্রন্থকর্ত্রীর অভিমত উদ্ধৃত করি—

There is developed in some men *another sort* of consciousness, another 'sense' beyond those normal qualities of the self which we have discussed.—p 59

বোধিই সেই করণ—যদ্‌দ্বারা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়—'It is the sense which has the power to see into eternity.'

মহাজ্ঞানী প্লটিনাস্‌ (Plotinus) সেইজন্য উহাকে ভিন্নতর বুদ্ধি ('another Intellect') বলিতেন—'different from that which reasons and is denominated rational'। সাধারণ বুদ্ধি তত্ত্বের বিষয়ে তর্ক করে, বিচার করে,—কিন্তু এই বুদ্ধি—যাহাকে আমরা 'বোধি' বলিতেছি—বিচার করে না—তর্ক করে না—তত্ত্বের অনুভূতি করে। এই সাক্ষাৎ অনুভূতিকে লক্ষ্য করিয়া একাদশ শতাব্দীর একজন পারসিক মিষ্টিকের উক্তি এই :—

'It is an *immediate* perception, as if, one touched its object with one's hand'—স্পর্শদ্বারা যেমন বস্তুর অনুভূতি হয়, এ সেইরূপ সংস্পর্শ।

খৃষ্টীয় সাধু সেন্ট্‌ অগাষ্টাইন্‌ ইহাকে 'Mysterious eye of the soul' বলিয়াছেন—ইহা যেন সম্বিতের দৈব চক্ষুঃ—যাহার অম্লান জ্যোতিতে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়—'the light that never changes.' (St. Augustine's Confessions, Book vii, ch. X)

অতএব বুদ্ধি যদি Reason হয়, তবে বোধি—ক্যান্ট্‌ যাহা বলিতেন—*Pure* Reason। অয়কেনের ভাষায়, বোধি is 'a definite transcendental principle in man (beyond বুদ্ধি)'। বুদ্ধির স্বভাব বিষয়কে সাজাইয়া তাহার উপর অবীক্ষা করা—It is a ratiocinative process। বোধি কিন্তু বিদ্যুৎস্ফুরণের মত এক লহমায় সত্যের মর্মে প্রবেশ করে—'Intuition reveals a great truth as in a flash'। বুদ্ধি সত্যের আনাচে কানাচে ঘুরিয়া বেড়ায় কিন্তু বোধির নিকট অন্তঃপুরের দ্বার সর্বদা অনাবৃত।* 'It is the intuition which leads us to the very inwardness of life'. এক কথায় বোধি জীব-সম্বিতের একটা উচ্চতর গ্রাম, একটা নিবিড়তর স্তর।

জীব-সম্বিতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে এ বিষয় বিশদ হয়। অসভ্য মানুষ রাগদ্বেষের অধীন, কামক্রোধের দাস ছিল—'He was the humanity of

---

* For there is a hidden drift in life which the intellect cannot follow but which the intuition sees.

—The New Humanity of Intuition, p. 23

পুনশ্চঃ—Intuition is not the result of any process of the mind. The mind knows by examination of an object from outside that object, but intuition knows by becoming *one* with the object.

—Ibid pp 26-7

Intuition leads us to the very inwardness of life as successfully as intelligence guides us into the secrets of matter.—Bergson.

passion'। কোন কিছু চিন্তা করিতে হইলে তাহার গলদ্‌ঘর্ম হইত—'it made him sweat'। কারণ, তখনও তাহার মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ স্পষ্ট হয় নাই —'So thinking was antipathetic'। ক্রমে সভ্য মানুষ দেখা দিল—যে মানুষ 'is the humanity of reason'। আমরা দেখি, তাহার মধ্যে বুদ্ধির অনেকটা বিকাশ হইয়াছে এবং সেই বুদ্ধির সাহায্যে সে দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ বুদ্ধি বিতর্ক-বহুল বুদ্ধি (ratiocinative)—'here it is the mind that dominates।' ঐ বুদ্ধি একত্বে পৌঁছিতে অপারগ, সে বহুত্বের মধ্যে দিশাহারা—it is the *dividing personal* mind।

বিবর্তনের গতিকে সুসভ্য মানুষের মধ্যে একদিন কিন্তু বোধির উদয় হয়—যে বোধি বিভক্তের মধ্যে সমগ্রকে দর্শন করে, ভেদের মধ্যে অভেদকে উপলব্ধি করে—'It is a new type—the humanity of intuition. The dominant note now is unity—not division—concord and not discord'।*

এতএব বুঝা গেল, সাধারণ সভ্য মানুষে যে শক্তি বা Faculty এতদিন অব্যক্ত ছিল, প্রসুপ্ত ছিল—তাহাই বিকশিত হইয়া এখন ব্যক্ত হইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া Mysticism-এর গ্রন্থকর্ত্রী লিখিয়াছেন :—

The alteration of Consciousness which takes

---

* এক্ষেত্রেও empirical knowledge (given by the senses and the lower mind) and scientific ও philosophical knowledge (given by the higher mind)—এতদুভয়ের প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

place in contemplation can only mean the emergence 'from this fund or bottom of the soul' of some faculty which diurnal life keeps hidden in the deeps.—p. 62.

তবেই বুদ্ধি-জন্য জ্ঞান যাহাকে আমরা 'বিজ্ঞান' বলি এবং বোধি-জন্য জ্ঞান যাহাকে আমরা 'প্রজ্ঞান' বলি—তাহারা পরস্পর বিপরীত ও বিসূচি।+

তত্ত্বনির্ণয়ে বুদ্ধির অক্ষমতা ও বোধির অমোঘতা সপ্রমাণ করিতে অধ্যাপক বার্গসঁর যে সকল উক্তি আমরা ইতিপূর্বে সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছি—এ প্রসঙ্গে তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি। সে উক্তির সার এই যে, 'Intelligence by its very nature cannot understand life'। কেন? যেহেতু বুদ্ধি বিশ্বকে খণ্ডিতভাবে দেখে—'treats all factors before it, as if they were separate units'—অখণ্ডের, সমগ্রের উদার ভূমিতে উত্থিত হইতে পারে না।*

পুনশ্চ:—বুদ্ধির ঝাপ্‌সা চক্ষে বিশ্বটা একটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র-সিদ্ধ ব্যাপার মনে হয়—'It sees a deal of mechanism everywhere—tends to treat all things as if they were made of lifeless matter'—অতএব বিশ্বের মধ্যে

+ সেইজন্যই বলিলাম—Intuitive knowledge is not ratiocinative knowledge; কারণ, 'Intuition knows the true and inner nature of things.'

* Intelligence is excellent when it deals with inert solids, but when intelligence attempts to explain life and thought, which are *not* inert solids nor divisible particles, then intelligence goes astray.

অনুস্যূত যে মহাপ্রাণ—বিশ্ব যাহার পূর্ণ-বশবর্তী—প্রাণস্যেদং বশে সর্বম্—বুদ্ধি তাহার তথ্য জানিতে পারে না। সে জন্য বুদ্ধিকে স্তিমিত করিয়া বোধির উদয়ের প্রয়োজন। ঐ দশায় বুদ্ধি 'নিরুদ্ধ' হইলে বোধির প্রকাশ হয়—'In it the superficial self (বুদ্ধি) compels itself to be still, in order that it may liberate another more deep-seated power (বোধি)'—যে বোধি ধ্যানীর 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'য় বিকাশের চরম চূড়ায় আরোহণ করে।*

---
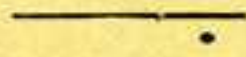
* Which in the ecstasy of the contemplative genius is raised to the highest pitch of efficiency.

—Mysticism, p 60.

বোধির প্রয়োজন

মানবের সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার পক্ষে বোধির কত প্রয়োজন, সকল জাতির ধর্মবেত্তারা তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেন; সে জন্য দেখা যায়, তাঁহারা ধর্মজীবনে বোধির উপর এত ঝোঁক দিয়াছেন। এসম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন ঃ—

"Whereas the Jewish prophets appealed to the mind of their hearers, Christ appealed to their *intuition.* So did the Buddha—he lit the flame of intuition in His hearers."

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—'বুদ্ধৌ শরণম্ অন্বিচ্ছ।' এখানে 'বুদ্ধি'র অর্থ 'বোধি'।

আমরা বুদ্ধি ও বোধির ভেদ প্রদর্শন করিলাম। যাহাকে 'Instinct' বলে—ইতর প্রাণীর সহজাত ঐ সংস্কার-শক্তি—তাহার সহিত বোধির সম্বন্ধ কি? লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাম্য আছে এবং বৈষম্যও আছে।

দেখা যায় ইতর প্রাণীতে যে Instinct এখনও প্রবল—মানুষের মধ্যে ঐ Instinct বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহা বুদ্ধির বিকাশেরই ফল।*

---

* We human beings have lost the faculty of instinct. We have developed intelligence, but some times we envy the animals their remarkable ability to know by instinct.

ইতর প্রাণীর মধ্যে ঐ Instinct কিরূপ অমোঘ ও অভ্রান্তভাবে কার্য করে, জীববিজ্ঞান-গ্রন্থের আলোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এসম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস দুইটি অদ্ভুত উদাহরণ দিয়াছেন। আমরা পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

মানুষের মধ্যে Instinct লুপ্ত হওয়ায় অনেকটা ক্ষতি হইয়াছে বটে কিন্তু ক্রমশঃ বোধির বিকাশের ফলে ঐ ক্ষতির পূরণ হওয়া সম্ভব।

কারণ, বার্গসঁ ঠিক্‌ই বলিয়াছেন, ঐ বোধি বা Intuition 'is some subtle and unawakened form of instinct —it is a sublimated form of instinct.'

---

* We all know how the instinct of the animal is wonderful. The carrier pigeon taken a hundred miles away from its home knows in which direction to fly. Eels which have grown to maturity in the rivers of Scandinavia, England and the Mediterranean, know that, when it is time for them to mate, they must proceed to a particular region, the Saragossa Sea in the Atlantic ocean, for mating, and they all migrate thither. Three years ago in June, a cat called Bowzo was taken in a basket in a motor car from Exmouth in England to Bodmin 73 miles away. She had never left her home before. Three days later she arrived home, "in splendid condition, pads quite sound, coat shiny, almost fat, and very happy to be back again." The cat had to come through a crowded city, Exeter, or to take a by-pass road which avoided the city and to cross Bodmin moor, and go round the edge of Dartmoor. How did Bowzo 'know'? By instinct.

অতএব আমরা বুঝিলাম—Instinct ও Intuition সজাতীয় বৃত্তি—'Intuition is akin to instinct'। তাহাই যদি হইল, তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? বার্গসঁ এ প্রভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন—

Instinct is turned to action (e.g. as in carrier pigeons). If it could be wounded up so as to go off towards *knowledge*—not towards action, then it can be transformed into intuition.

অর্থাৎ, ইতর প্রাণীতে instinct যেরূপ কর্মের অভিমুখে বিদ্রুত—তাহা না হইয়া যদি উহাকে জ্ঞানের অভিমুখে প্রয়োগ করা যায়, তবেই Instinct 'Intuition'-এ রূপান্তরিত হয়।

---

(৩)

বোধির অস্তিত্বের প্রমাণ

আমরা বোধির কথা বলিতেছি। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর বুদ্ধিমান্—অতএব বুদ্ধির অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করি না। কিন্তু বোধির অস্তিত্বে প্রমাণ কি? অনুসন্ধান করিলে সে প্রমাণ দুর্লভ নয়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, কালে ভদ্রে বোধির চকিত চমৎকৃতি আমাদের সকলের মধ্যেই স্ফুরিত হয়। প্রথম সাক্ষাতেই আমরা কাহাকেও ভাল কাহাকেও মন্দ ভাবি কেন? ঐ ভালমন্দ-বুদ্ধি বিচার-বিবেচনার ফল নয়, উহা বোধির স্বল্পাবভাস।*

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণ—বিশেষতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা বেশ 'hard boiled' লোক—কঠোর বাস্তববাদী। কিন্তু সময় সময় দেখা যায়, কেহ বাণিজ্যক্ষেত্রে একটা বেসাত করিয়া বসিল—না ভাবিয়া চিন্তিয়া—না বিচার বিতর্ক করিয়া; অথচ তদ্দ্বারা সে প্রচুর লাভবান্ হইল। যদি জিজ্ঞাসা করেন—কেন এমন করিলে—উত্তর

---

* We have flashes of Intuition, specially with regard to people—we like or we dislike them at first sight and cannot explain why. —C. Jinarajadasa's 'The New Humanity of Intui-tion, p 28.

দিবে—'I had a hunch—কেমন একটা অন্তঃপ্রেরণা আসিয়াছিল'।*

বিগত য়ুরোপীয় যুদ্ধে লরেন্স্ নামক একজন ইংরাজ আরব জাতির সম্পর্কে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য লোকে তাঁহাকে 'Lawrence of Arabia' বলিত। ঐ লরেন্স্ আরব জনসাধারণের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাহারা বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইত না। সাধারণতঃ তাহারা বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইত না—বোধির দ্বারা হইত।ক লরেন্স এই বোধির লক্ষণ করিয়াছেন—'The unperceived foreknown'—'অজ্ঞাত বিজ্ঞাত'।

আমেরিকান্‌রা যাহাকে 'Hunch' বলেন,—যাহা বোধিরই অযত্নসিদ্ধ প্রয়োগ, তাহার আমরা কয়েকটা উদাহরণ দিলাম। বর্তমানে যিনি ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী (Winston Churchill)—তাঁহার আত্মজীবনীতে উহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের 'বোয়ার' যুদ্ধে চার্চিল ঘটনাক্রমে বন্দী হন। বোয়ার কারাগার হইতে তিনি কিরূপে পলায়ন

---

* In the United States of America, if you ask some business-man, why he acted in a particularly unexpected way—with nothing external to guide him, he will answer—'I had a hunch.'—*Ibid p* 29

ক এ সম্পর্কে লরেন্স-এর নিজের কথা এই—

"The Arabs with whom I worked did not come to their judgments as a result of mental activity. Their convictions were by instinct and their activities intuitional".

করতঃ ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদ স্থানে উপনীত হয়—উহা সাহসিকতার একটি জ্বলন্ত কাহিনী। ('It was one of the most daring and desperate escapes in history')। প্রিটোরিয়ার আসন্ন এক জঙ্গলে সমস্ত দিন লুক্কায়িত থাকিয়া, তিনি রাত্রির অন্ধকারে এক কয়লা-বাহী মালগাড়ীতে আরোহণ করিয়া সমস্ত রাত্রি বস্তার মধ্যে আত্মগোপন করেন। অরুণোদয়ের পূর্বে ধরা পড়িবার ভয়ে গাড়ি হইতে কোনরূপে নামিয়া আবার জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত হন। তাঁহার মতলব ছিল রাত্রির অন্ধকারে আর এক ট্রেণে উঠিয়া অগ্রসর হইবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে পথে কোন ট্রেণই সেদিনে চলাচল করিল না। চার্চিল বলিতেছেন :—

'I realised with awful force that no exercise of my own feeble wit and strength could save me and that without the assistance of a Higher Power I could never succeed. I prayed long and earnestly for help and guidance. My prayer, as it seemed to me, was swiftly and wonderfully answered.'

রাত্রি যখন প্রায় দুইটা চার্চিল হঠাৎ অনেক দূরে ২।৩টা অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলেন। ঐ শিখা যেন তাঁহার তমসাচ্ছন্ন চিত্তে আলোক-দীপ্তি উজ্জ্বলন করিল। কোন যুক্তিতর্কের ফলে নয়—ঐ বোধিরই প্রেরণায় তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন যে, ঐ অগ্নিশিখার সমীপস্থ হইলে তাঁহার বিপদ্ মোচন হইবে। তাহাই হইল। তিনি দ্বিধা না করিয়া ঐ

শিখার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নিকটে পৌছিলে দেখিলেন যে, ঐ শিখা কয়লার খনির সম্পর্কিত কোন ইংরেজ কর্মচারীর কুটীর হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। ইংরেজ কর্মচারী তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে খনির মধ্যে কয়েকদিন লুকাইয়া রাখিল এবং সুবিধামত বস্তাবন্দি করিয়া অনতিদূরস্থ পর্তুগীজ বন্দরে পাঠাইয়া দিল। এইরূপে চার্চিল 'বোয়র'দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।* অতএব বোধির অস্তিত্বে প্রমাণাভাব—এরূপ সিদ্ধান্ত হঠকারিতা নয় কি ?

যাহাকে Scientific Imagination (বৈজ্ঞানিক কল্পনা) বলা হয়—ঐ কল্পনার বিস্ফূর্জনেও আমরা বোধির সাক্ষাৎ

---

* এ সম্পর্কে তিনি আত্মজীবনীতে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"I stopped and sat down, completely baffled, destitute of any idea what to do. Suddenly, without the slightest reason, all my doubts disappeared. It was certainly by no process of logic that they were dispelled. I just *felt* quite clear that I should go to the kaffir kraal. I had sometimes in former years held a planchette pencil and written while others had touched my wrist or hand; I acted in exactly the same unconscious or subconscious manner now."

It was in this way that he was led to the door of a house of one of the officials of the mine who, in collaboration with several other English mine-officials, had him secretted in the mine for several days, and afterwards spirited away in the centre of a truck-load of wool bales to the Portuguese border at Komati Port and liberty.

পাই। আপেল চিরদিনই গাছ হইতে মাটিতে পড়ে—কে না ইহা দেখে? কিন্তু একদিন নিউটন্ উহা লক্ষ্য করিলেন—এমনি হঠাৎ মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তাঁহার বোধির মধ্যে স্ফুরিত হইল।

অনেকেই বৈজ্ঞানিকপ্রবর স্যার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্সের এটম্-বিষয়ক অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা শুনিয়াছেন। তৎপূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিতেন যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় পরমাণু নিত্য ও অখণ্ড এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একদিন হঠাৎ ক্রুক্সের ধী-র মধ্যে মুখরিত হইল যে, এটম্-সকল নিত্যও নহে অখণ্ডও নহে এবং পরস্পর বিযুক্তও নহে। তাহারা এক অদ্বিতীয় মূল ভূত (ক্রুক্স্ যাহার নামকরণ করিলেন—'Protyle')—ঐ প্রোটাইলেরই ভিন্ন ভিন্ন সংস্থান-ও-সংহনন-জনিত সজ্জা মাত্র। এখানেও আমরা ঐ বোধির বিস্ফুরণ দেখিতে পাইলাম।

ডার্উইনের মহীয়সী কীর্তি—Origin of Species—যাহা জৈবিক বিবর্তনবাদের মূলভিত্তি। ঐ তত্ত্ব তিনি আবিষ্কার করিলেন কিরূপে? ডার্উইন্ একদিন অনাহারী ম্যাজিষ্ট্রেটী করিয়া শকটারোহণে গৃহে ফিরিতেছিলেন—অতর্কিতভাবে ঐ বিবর্তনবাদের মূলতত্ত্ব তাঁহার বোধির মধ্যে প্রস্ফুরিত হইল। *

---

* Darwin, who was a county magistrate, was driving home one day from a session of a bench of magistrates when the creative thought upon divergence of character suddenly flashed into his mind. —C. Jinarajadasa's 'The New Humanity of Intuition', p. 30.

যাহাকে Conservation of Energy বা শক্তির সমাবর্তন বলে—যে তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়ার ফলে বৈজ্ঞানিক জগতে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে—ঐ নিয়মের আবিষ্কর্তা রবার্ট মেয়ার (Robert Meyer)-সম্পর্কেও ঐ কথা বলা যায়—ঐ নিয়ম তিনি ধীরে ধীরে গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করেন নাই। উহা হঠাৎ তাঁহার চিত্তে প্রস্ফুরিত হইয়াছিল—'It was conceived intuitively'। এখানেও ঐ বোধির চকিত চমৎকৃতি।*

বৈজ্ঞানিক কল্পনা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, দার্শনিক কল্পনা সম্বন্ধেও সে কথা বক্তব্য। কখনো কখনো দেখা যায়, কোন দার্শনিক চিন্তারাজ্যের তুঙ্গ চূড়ায় আরোহণ করতঃ হঠাৎ কোনো অদ্ভুত দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন।

দার্শনিক-প্রবর কান্টের 'Critique of Pure Reason' এবং হেগেলের 'Dialectic'—সর্বোপরি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের 'অদ্বৈতবাদ'—যে বাদে জ্ঞাতা-জ্ঞান-ও-জ্ঞেয়ের ত্রিপুটী অস্তমিত এবং বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য ও বহুত্বের মধ্যে সেই একরস অদ্বৈত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রতিষ্ঠিত—ঐরূপ দার্শনিক আবিষ্কারের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ঐ সকল আবিষ্কার দার্শনিক বাদ-বিবাদ বা বিচার-বিতর্কের পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ফল নহে। ঐ সমস্তই বোধির বিমল বিস্ফূর্জন।

---

* This law 'did not gradually detach itself by dint of revolving it in his mind, from the conceptions of power transmitted in the past, but belongs to those ideas that are *intuitively conceived*, which originating in other spheres of mental activity surprise thought, as it were, compelling it to transfer its inherited notions conformably with those ideas'.—Heim's Energetics.

আরও দেখুন যাঁহারা কালোয়াৎ—কলাবিদ্, কবি, ভাস্কর, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ—তাঁহারা কোন্ উপাধির বাহনে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন ? বুদ্ধির বাহনে না বোধির বাহনে ? বুদ্ধির বাহনে নয়—বোধির বাহনে। এ প্রসঙ্গে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন—'The artist works more by his *intuition* than by his mind'। ধ্যানরসিক ব্লেকের সাক্ষ্যও উপেক্ষণীয় নহে। ব্লেক বলেন, 'Painting as well as music and poetry exist and exalt in *immortal* thoughts'। কলাবিদ্ ঐ যে অশরীরী অমৃত ভাবধারাকে চিরস্থায়ী আকার দান করেন, তাহার রহস্য কি ?

"That 'life-enhancing power' which is recognised by modern critics as the supreme quality of good painting etc, has its origin in the contact of the artistic mind with the archetypal—or if you like the transcendental world—the under-lying verity of things."

কলাবিদ্ এই যে স্ফোটরূপী লোকোত্তর তত্ত্বের সংস্পর্শে আসেন, সে সংস্পর্শ বুদ্ধিকৃত নয়—বোধি-ঘটিত। কিন্তু এক্ষেত্রে বোধি-বিজ্ঞানীর চরম দৃষ্টান্ত Prophet ও পয়গম্বর-গণ—যাঁহারা ঋষি (ঋষ্ = দর্শনে), দ্রষ্টা, বোধির বাহনে সত্যের সাক্ষাৎদর্শী—'who can react temperamentally to the vision of reality'।* সেইজন্য সূক্ষ্মদর্শী ম্যাথু

* এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন :—

The poets, the musicians, the singers, the dramatists, the dancers, the painters, the sculptors,

আর্ণল্ড্ (Mathew Arnold) যীশুখৃষ্টের সম্পর্কে বলিয়াছেন:—

"What did attest Christ was his restoration of *intuition.*"

এইরূপ বুদ্ধদেব সম্পর্কেও কথিত হইয়াছে—'He lit the flame of *intuition* in his hearers.'

মিস্ আণ্ডারহিল্ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

The great religion, invention, work of art always owes its inception to some sudden uprush of *intuitions* or ideas for which the surperficial self cannot account; its execution (is due) to powers so far beyond the control of that self, that they seem, as their owner sometimes says, 'to come from beyond.' This is inspiration.

—Mysticism, p. 76

---

the workers in the various crafts—all these belong to this type—the humanity of intuition. The great teachers (however) are the supreme representatives of this type. They see unity and not diversity** Others also belong to the new humanity, though they are on a lesser plane of achievement than the great teachers. These are the artists.—The New Humanity of Intuition p. 20

The great teacher, poet, artist, inventor never aims deliberately at his effects. He obtains them he knows not how.—Underhill's Mysticism. p. 75

অর্থাৎ, ধর্মাচার্য ও কলাবিদের এই যে নবনবোন্মেষিণী প্রতিভা—যাহা সর্বত্র সুচারু কারুর জননী—উহা কোন বিচার-বিতর্ক-প্রসূত নহে—উহা অগভীর ভূতাত্মা (superficial self) কর্তৃক প্রভাবিত নহে; উহা যেন কোন আগন্তুক শক্তির সাক্ষাৎ ফল—যে শক্তি আত্মার অতল হইতে উত্থিত হয় বুদ্ধি যাহার নিরাকরণে অপারগ।

সেইজন্য প্রাচীন গ্রীকেরা প্রতিভাকে 'Divine Afflatus' বলিতেন। বস্তুতঃ কিন্তু যাহাকে তাঁহারা 'Inspiration' বা প্রেরণা মনে করিতেন, উহা জীবসম্বিতের উচ্চভূমিস্থিত বোধিরই প্রস্ফুরণ।

দ্বিবিধ বোধি

আমরা বোধির ব্যবহারের যে সকল উদাহরণ দিলাম, তাহাকে 'স্বভাব-সিদ্ধ' বোধি বলা যাইতে পারে। ঐ বোধি প্রায়ই আপনার খামখেয়ালে কার্য করে—উহার প্রকাশে কোন বিধি-নিষেধের নিয়ম থাকে না। কিন্তু স্বাভাবিক বোধি ছাড়া 'সাধন-সিদ্ধ' বোধির অস্তিত্বেরও প্রমাণ আছে; যাঁহাদের আমরা যোগী, ধ্যানী, প্রজ্ঞানী বলি—তাঁহাদের মধ্যে ঐরূপ বোধির প্রকাশ দৃষ্ট হয়। সে বোধি সাধন-সিদ্ধ বোধি। ঐ সাধন ইহজন্মে বা জন্মান্তরে সম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহারা গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া নিয়মিতভাবে যোগ সাধন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ ঐ বোধি ফুটিয়া উঠে। আমাদের এই হিন্দুস্থানে ঐরূপ যোগী এখনও নয়নগোচর হন। থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম্ ব্লাভাস্কিরও ঐরূপ যোগসিদ্ধি ছিল এবং সময় সময় তাঁহার মধ্য দিয়া ঐ বোধির প্রকাশ হইত। এ বিষয়ে যাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা আছে, তাঁহারা থিয়সফিক্যাল্ গ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারেন। এখানে আমি দুইজন প্রসিদ্ধ ধ্যানরসিকের দৃষ্টান্ত দিব। একজন জেকব বীমি এবং অন্যজন ভূতপূর্ব রাজকবি টেনিসন্।

জেকব বীমি (Jacob Boehme)-র অভিজ্ঞতার কথা শুনুন—

তিনি একদিন একান্তে বসিয়া একটি উজ্জ্বল প্লেট হইতে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। উপলক্ষ্য

এই—অতি যৎসামান্য; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার বোধি-নেত্র উন্মীলিত হওয়াতে তিনি বিশ্বের ভিত্তিভূত চরমতত্ত্ব দৃষ্টিগোচর করিলেন।

Jacob Boehme, having one day as he sat in his room 'gazed fixedly upon a burnished pewter-dish which reflected the sun-shine with great brilliance', fell into an inward ecstasy and it seemed to him as if he could look into the principles and deepest foundations of things. —Underhill's 'Mysticism', p 69

রাজকবি টেনিসন্ অনায়াসে সমাধিস্থ হইতে পারিতেন—ঐ সমাধি তাঁহার জন্মান্তরীণ সাধনার সিদ্ধি ছিল। ঐ সমাধি-অবস্থায় টেনিসনের সম্বিৎ বুদ্ধির উপত্যকা হইতে উত্থিত হইয়া বোধির অধিত্যকায় সুস্থিত হইত। সে অবস্থায় ব্যক্তিত্বের ভূমি উত্তরণ করিয়া টেনিসনের সম্বিৎ বোধির সাহায্যে মহাসম্বিতের রসাপ্লুত হইত। এসম্বন্ধে টেনিসনের নিজকৃত বর্ণনা এইরূপ :—

"I have never had any revelations through anaesthetics but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, indivi-

duality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state but the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said the state is utterly beyond words ?"*

এ সম্বন্ধে অনেক মিষ্টিকেরই অভিমত ও সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। প্রথম জার্মান্ মিষ্টিক্ অয়কেন্ (Eucken)-এর কথা বলি। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—There is a definite transcendental principle in man—উহাই আমাদের বোধি। তিনি উহার নামকরণ করিয়াছেন 'Gemuth'। উপনিষদ্ যাহার 'গুহা' আখ্যা দিয়াছেন—গুহাহিতম্ গহ্বরেষ্টম্ পুরাণম্—'Gemuth' কি তাহারই ছায়া ? অয়কেন্ বলেন—'It is the core of personality. There God and man initially

---

* উপনিষদে এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম 'নিদিধ্যাসন' (the meditation of knowledge)। সেইজন্য যোগীর প্রতি উপদেশ :—

'Leave the operations of the understanding on one side'—i.e. transcend the intellect, অর্থাৎ 'pass beyond the analytical into the synthetic aspect of the intellect' এইরূপ করিতে পারিলে তবেই আমাদের কথিত বোধি বিকশিত হয় এবং তাহার ফলে একটি অভিনব করণ (a new instrument of research) মানবের আয়ত্ত হয়।

meet'—অর্থাৎ, উপনিষদের ভাষায়,—গুহা যত্র নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।

এই বুদ্ধির উপরিতন বোধিকে লক্ষ্য করিয়া অয়কেন্ অন্যত্র বলিয়াছেন :—

'Reality is an independent spiritual world, unconditioned by the apparent world of sense. To know it and to live in it is man's true destiny. His point of contact with it is "personality", the inward fount of his being, his heart, not his head.'

এই বোধিকে লক্ষ্য করিয়া William Low তাঁহার 'Spirit of Prayer'-গ্রন্থে একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

'There is a root or depth in thee, from whence all these faculties come forth as lines from a centre or as branches from the body of a tree. This depth is called the centre, the fund or bottom of the soul.'

অর্থাৎ, জীব-সম্বিৎ যাহা সমস্ত শক্তির ভিত্তি বা কেন্দ্র—নাভি হইতে অরের ন্যায় বা বৃক্ষ হইতে শাখার ন্যায়, সেই কেন্দ্র হইতে বিবিধ শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। এই বোধি তাহাদিগের মুখ্যতম। সেইজন্য কেহ কেহ ইহাকে লোকোত্তর বা 'transcendent sense' বলিয়াছেন। যে ধ্যানীতে ঐ লোকোত্তর বা transcendent sense সুব্যক্ত হইয়াছে, যিনি বুদ্ধি ছাড়িয়া বোধির অধিত্যকায় সুস্থিত—তিনিই

মিষ্টিক্।* মিষ্টিসিজম্ কি?—যদি এক কথায় বলিতে হয় তবে বলিব; মিষ্টিসিজম্ সেই বিদ্যা যদ্দ্বারা চরম সত্যের (Reality-র) সাক্ষাৎকার হয়—যে সত্য বুদ্ধির অগম্য (cannot be reasoned about) কিন্তু যাহা বোধির পক্ষে সুলভ।†

---

* এ সম্পর্কে Underhill-এর 'Mysticism'-গ্রন্থে কয়েকটি সুন্দর কথা আছে,—নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

The true mystic is the person in whom such powers transcend the merely artistic and visionary stage and are exalted to the point of genius,—in whom the transcendental consciousness can dominate the normal consciousness and who has definitely surrendered himself to the embrace of Reality. × × × It (Mysticism) is eagerly prosecuted by that 'spiritual spark,' that transcendental faculty which, though the life of our life, remains below the threshold in ordinary men. Emerging from its hiddenness in the mystic, it generally becomes the dominant factor in his life; subduing to its service, and enchancing by its saving contact with reality, those vital powers of love and will which we attribute to the heart, rather than those of mere reason and perception, which we attribute to the head.

সেইজন্য ধ্যানরসিক Racejac বলিয়াছেন—'It is the heart and never the reason which leads us to the Absolute.'

অর্থাৎ, 'Mysticism is able to know the unknowable without any help from dialectics; and believes that by the way of love and will, it reaches a point to which thought alone is unable to attain.'—Racejac. সেইজন্য বলিতে চাই যে, যাহা বুদ্ধির অগম্য, তাহা বোধির গম্য।

† So Conventry Patmore defines mysticism as the science of self-evident Reality which cannot be *reasoned* about, because it is the object of *pure* reason (বোধি)।

———

(৫)

বোধি ও দ্বিজত্ব

যাঁহাদের ঐ বোধি-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত দ্বিজ (Twice-born)—যীশুখৃষ্ট যাহাকে বলিতেন 'Except ye be born again'—এ যেন নব জন্ম লাভ (New Birth)।

'When it becomes part of the general life-process and permanent, they call it 'the New Birth'— which maketh alive.'

সে অবস্থায় সাপের খোলসের মত তাঁহার পুরাতন ব্যক্তিত্ব খসিয়া গিয়া তিনি নবতর কল্যাণতর জীবন লাভ করেন। ইহাকেই একজন মিষ্টিক্ বলিয়াছেন—'The redemptive remaking of personality'—in conformity with the transcendent or spiritual life of the universe. যিনি এইরূপ দ্বিজ, তিনি এই ব্যাবহারিক বিশ্বের উর্ধ্বে পারমার্থিক বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁহার সংবিৎ-কেন্দ্র নৈসর্গিক ভূমি ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক ভূমিতে সুস্থিত হয়।

He must renounce it (the sense world) and be 'reborn' to a higher level of consciousness ; shifting his centre of interest from the natural to the spiritual plane.

তৃতীয় খণ্ড

(১)

বোধি-বিকাশের উপায়

আমরা দেখিয়াছি কাহারও কাহারও মধ্যে (জন্মান্তরীণ সংস্কারের ফলে) বোধি স্বতঃ-স্ফূর্ত—অর্থাৎ, ঐ স্ফূর্তি সাধন -নিরপেক্ষ। সে স্থলে দেখা যায়, অকারণে বা তুচ্ছ কারণ উপলক্ষ্য করিয়া কাহাতে অকস্মাৎ বোধির উদয় হইল—'where the liberation of "the transcendental sense" (বোধি) was inadvertently produced by purely physical means.* কিন্তু যাঁহারা এরূপ ভাগ্যবান্ নন, তাঁহাদের ভিতর বোধি-বিকাশের উপায় কি? এক কথায়, সে উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন †—অথবা যোগের পরিভাষায়, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

এ প্রসঙ্গে উপনিষদের ঋষির সতর্ক বাণী স্মরণ রাখিবেন—

নায়ম্ আত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন—কঠ, ২।২৩

---

* এ প্রসঙ্গে পূর্বোদ্ধৃত জেকব বীমির দৃষ্টান্ত পাঠকের স্মরণে আসিবে। Jacob Bœhme having one day as he sat in his room gazed fixedly upon a burnished pewter-dish which reflected the sun-shine, fell into an inward ecstacy and it seemed to him as if he could look into the principles and deepest foundations of things.

† নিদিধ্যাসনের একজন সার্থক অনুবাদ করিয়াছেন—the meditation of wisdom.

'বোধিলভ্য আত্মবিদ্যা বহু শাস্ত্রপাঠ দ্বারা, মেধার দ্বারা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।' *

ধারণা কি? দেশবন্ধঃ চিত্তস্য ধারণা (যোগসূত্র, ৩।১)—এক দেশে চিত্তের ধারণ বা বন্ধনের নাম ধারণা (concentration)। আর ধ্যান? তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ (যোগসূত্র, ৩।২)—চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহের নাম ধ্যান (Meditation)। যে কোন বস্তু বা বিষয় ঐ ধ্যানের আলম্বন হইতে পারে—

যথাভিমত-ধ্যানাদ্ বা—যোগসূত্র, ১।৩৯

এ সূত্রের পাশ্চাত্য টীকা এই :—

The object of our contemplation may be almost anything we please—a picture, a statue, a tree, a distant hillside, a growing plant, running water, little living things. We need not, with Kant, go to the starry heavens "A little thing—the quantity of a hazelnut" will do for us, as it did for Lady Julian long ago. †

---

* 'Theologia Germanica'-গ্রন্থে ইহার প্রতিধ্বনি আছে—
Let no one suppose that we may attain to this true light and perfect knowledge * * by hearsay, by reading and study nor yet by high skill and great learning.

† Trance may also be produced by action from the higher planes, as by intense concentration of thought or by rapt contemplation of an object of devotion inducing ecstasy. These are the means used from time immemorial by the Raja-yogis of the East.—A Study in Consciousness, pp. 225-6.

ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার মত ভাসমান হয়, সেই অবস্থার নাম সমাধি (Contemplation)।

এইরূপে চিত্ত স্থিতিলাভ করিলে, যোগী তাহাকে স্থূল, সূক্ষ্ম, সুসূক্ষ্ম—যে যে আলম্বনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তদনুসারে তাঁহার চিত্ত আকারিত হয়। এই অবস্থার নাম সমাপত্তি। ইহাই সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি—

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ—যোগসূত্র, ১।৪৬

উহার ফলে যোগীর 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'র উদয় হয়। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই আমাদের 'বোধি'। ঐ প্রজ্ঞার উদয়ে চিত্তের সমস্ত আবরণ অপসৃত হইয়া জ্ঞানের পরিধির অভূতপূর্ব প্রসারণ হয়। পতঞ্জলি তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়ম্ অল্পম্

—যোগসূত্র, ৪।৩১

ইহার ব্যাসভাষ্য এই :—জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়ম্ অল্পং সংপদ্যতে যথা আকাশে খদ্যোতঃ।

এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ লেখকের উক্তি এই :—

Now this act of perfect concentration, the passionate focussing of the self upon one point, when it is applied, 'in the unity of the spirit and the bonds of love', to real and transcendental things, constitutes, in the technical language of mysticism, the state of meditation or re-collection : a condition which is peculiarly characteristic of the

mystical consciousness, and is the necessary prelude of pure contemplation (সমাধি),—that state in which the mystic enters into communion with Reality. *

অতএব আমরা বুঝিলাম—কি প্রাচ্যে কি পাশ্চাত্যে—বোধি বা Intuition জাগ্রৎ করিবার অনন্য উপায় ঐ ধারণা-ধ্যান-সমাধি-সমন্বিত যোগ। এ সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্য ধ্যানীর উক্তি এই :—

They are the only known methods by which we can come into conscious possession of all our powers ; and, rising from the *lower* to the *higher* levels of consciousness, become aware of that larger life in which we are immersed, attain communion with the transcendent personality in whom that life is resumed.

এই যোগ-প্রণালীর সার কথা কি ? সার কথা—'আবৃত্ত-চক্ষুঃ' হওয়া—আবৃত্ত-চক্ষুঃ অমৃতত্বম্ ইচ্ছন্—(কঠ, ৪।১)। অর্থাৎ, 'Be still, be still *and* know.'

* Now the education which tradition has ever prescribed for the mystic, consists in the gradual development of an extraordinary faculty of concentration, a power of spiritual attention. * * This consists in a peculiar attitude of the whole personality; in a self-forgetting attentiveness, a profound concentration, a self-merging, which operates a real communion between the seer and the seen,—in a word in contemplation (সমাধি)।

ভাষান্তরে বলা যায়—'To let oneself go, be quiet, receptive—is the condition under which such contact with the cosmic life may be obtained.' *

এক কথায়, মনঃ-বুদ্ধির আক্ষেপ-বিক্ষেপ স্তিমিত ও স্তম্ভিত হইলে, তবেই বোধির বিকাশ হয়।

এ সম্পর্কে 'Mysticism'-গ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্রী কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন :—

The act of contemplation (সমাধি) is for the mystic a psychic gateway, a method of going from one state of consciousness to another—the alteration of the mental equilibrium, the putting to sleep of that 'normal self' which usually wakes and the awakening of that 'Transcendental Self' which usually sleeps.—pp. 57, 59.

শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস তাঁহার 'The New Humanity of Intuition'-গ্রন্থে এই বোধিকে 'the Christ Principle of Consciousness' বলিয়াছেন এবং উহার বিকাশের আরও কয়েকটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন—যথা নিসর্গের সহিত ঘনিষ্ঠতা-স্থাপন, বালভাবে ভাবিত হওন, সুকুমার কলার

---

* এ সম্পর্কে জেকব বীমির উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

When both the intellect and will are quiet and passive * * then the eternal hearing, seeing and speaking will be revealed in thee.

অনুশীলন, করুণা ও মুদিতার অনুধাবন, ইত্যাদি।* জিনরাজদাসের কথা উপেক্ষণীয় নয়—তবে আমি বলিতে চাই, ঐ ঐ প্রণালী বোধি-বিকাশের উপায় নহে—যে আধারে বোধি সুপ্ত আছে, তাহার প্রকাশের সহায় মাত্র।

---

* The Christ-Principle of Consciousness, which lies dormant in our hearts, will awaken as we open our hearts to influences of Nature, as we create in some form of art, and especially as we are tender to all that lives,—man and bird and beast.—p. 38.

বোধি-বিকাশের ফল

আমরা সংক্ষেপে বোধির বিকাশের উপায় নির্ধারণ করিলাম। সুপ্ত বোধি যখন প্রবুদ্ধ হয়, যখন 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা' বিকশিত হয়, তখন ধ্যানীর কি অবস্থা হয়? থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কির যোগসিদ্ধি ছিল—তিনি নিজের সুপ্ত বোধি জাগরিত করিতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ প্রবুদ্ধ বোধির দ্বারা কিরূপ তত্ত্বদর্শন করিতেন—নিজমুখে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। নিম্নে পাদটীকায় আমরা তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * উহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে,

---

* Knowledge comes in visions, first in dreams and then in pictures presented to the inner eye during meditation. Thus have I been taught the whole system of evolution, the laws of being and all else that I know—the mysteries of life and death, the working of Karma. Not a word was spoken to me of all this in the ordinary way, except perhaps, by way of confirmation of what was thus given me—nothing taught me in writing. And knowledge so obtained is so dear, so convincing, so indelible in the impression it makes upon the mind, that all other sources of information, all other methods of teaching with which we are familiar, dwindle into insignificance in comparison with this. One of the reasons why I hesitate to answer off-hand some questions put to me is the difficulty of expressing in sufficiently accurate language things given to me in pictures, and *comprehended by me by the pure Reason*, as Kant would call it.

তাঁহার ধ্যানপূত দৃষ্টির সমক্ষে তত্ত্বসকল মূর্তিমন্ত হইয়া প্রকাশিত হইত এবং তিনি সত্য 'দর্শন' করিতেন—আমরা যেমন 'করকলিত কুবলয়' দর্শন করি। বিবর্তন-বিধি, কর্মের বিপাক, জন্মমৃত্যুর রহস্য—এইভাবে তাঁহার বিজ্ঞাত হইত এবং সে জ্ঞানের অমোঘতার, হৃদয়গ্রাহিতার তুলনায় বুদ্ধিলভ্য জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর মনে হইত। ঐ প্রজ্ঞার করণ কি ছিল? ক্যাণ্টের ভাষায়, Pure Reason—আমাদের 'বোধি'। ইহাই পাতঞ্জলোক্ত 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা'—সেণ্ট্ অগাষ্টিনের 'Mysterious eye of the soul, which sees in the light that never changes'—যোগের ভাষায় যাহাকে 'বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী' বলা হয় (যোগসূত্র, ১।৩৬)।

আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধি তত্ত্বনির্ণয়ে অক্ষম—তত্ত্বরাজ্যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। সেইজন্য প্লেটো যাহাকে Ideas বা Archetypes বলিতেন, সেই সকল 'সামান্য' -- বুদ্ধির অ-বিদিত থাকে। কিন্তু বোধির? বোধি জাগরিত হইলে তাহার জ্যোতিতে সমস্ত তত্ত্বেরই মর্মস্থান উদ্ভাসিত হয় এবং তত্ত্বসকল তখন বোধি-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়—অর্থাৎ 'Ideas then become objects of knowledge'.* এসম্পর্কে জেকব্ বীমির অভিজ্ঞতার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি—'He fell into an inward ecstasy and it seemed to him as if he could look into the principles and deepest foundations of things.'

---

* পাঠককে এ প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর ক্যাণ্টের কথা স্মরণ করাইয়া দিই—'Ideas as objects must be distinguished from things as objects existing in space and time.'

এতদিন যিনি বুদ্ধিদ্বারা বিশ্বকে খণ্ডিতভাবে বিভক্তভাবে ব্যষ্টিভাবে বিরোধ-দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন—আজ বোধির জাগরণে তিনি ঐকমত্যে উপনীত হন—

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বম্ অনুপশ্যতঃ—ঈশ, ৭

—তিনি এখন খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, বহুর মধ্যে একেকে দর্শন করেন। *

বোধি-দৃষ্টি উন্মীলিত হইলে, ধ্যানী বিশ্বকে কি ভাবে দেখেন—রাজকবি টেনিসন্ (তিনি নিজে ধ্যানী ছিলেন) তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

He saw thro' life and death, thro' good and ill,
He saw thro' his own soul,
The marvel of the everlasting will,
An open scroll,
Before him lay.

টেনিসন্ বলিলেন—'He saw thro' his own soul'—একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। যে আত্মতত্ত্ব এতদিন তাঁহার অবিজ্ঞাত ছিল—বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—যাহার অচিন্ত্য ভেদাভেদ এতদিন তাঁহার নিকট প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইত—এখন সেই আত্মতত্ত্ব তাঁহার সুবিজ্ঞাত হয়।

---

* এ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস কয়েকটি মনোজ্ঞ কথা বলিয়াছেন—

He sees a unity in all that lives (for, Intuition and unity are complementary to each other)—a totality that is throbbing with life—that life which is not inert and cannot be measured by grammes or metres or litres.—The New Humanity of Intuition, pp.34 & 36.

ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমঃ—যোগসূত্র, ১।২৯

স্বরূপদর্শনমপি অস্য ভবতি। যথৈব ঈশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ, তথা অয়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষঃ তম্ অধিগচ্ছতি—ব্যাসভাষ্য

এ সম্পর্কে পঞ্চশিখাচার্য লিখিয়াছেন—তম্ অণুমাত্রম্ (অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয়ম্) আত্মানম্ অনুবিদ্যাস্মি—১।৩৬ ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত।

এ প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদের উদাত্ত বাণী পাঠকের স্মরণে আসিবে—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে (৮।৩।৪)।

'সে অবস্থায় সংপ্রসন্ন জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।' ইহাই জীবের স্বরূপাবস্থান—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্—যোগসূত্র, ১।৩

আমরা জানি, জীব ব্রহ্মখণ্ড (divine fragment) —সে ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্ম-সিন্ধুর বিন্দু—এক কথায় ব্রহ্মের অংশ—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

আরও জানি, অংশী ও অংশ স্বরূপতঃ অভিন্ন—সে জন্য চার বেদের 'মহাবাক্য'-চতুষ্টয়—সোঽহং, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি। কিন্তু তথাপি জীবব্রহ্মের ভেদ আছে—

অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২

যৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং—শারীরাৎ (জীবাৎ) অধিকম্ অন্যৎ তৎ—শঙ্কর

কিসে ব্রহ্ম জীবের অধিক? যে সচ্চিদানন্দ-ভাব ব্রহ্মে

সুব্যক্ত, জীবে তাহা অব্যক্ত; ব্রহ্মে যে সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সংবিৎ-শক্তি প্রকট, জীবে তাহা প্রচ্ছন্ন; ব্রহ্মে যে প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পূর্ণবিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। কিন্তু তাহা হইলেও জীব মূলতঃ (essentially) ব্রহ্ম—কারণ, জীব ব্রহ্মের সরূপ—'God made man in His image' (Bible); জীবও সচ্চিদানন্দ—

সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী

জীবের অভ্যন্তরে অনভিব্যক্ত ঐ সকল শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, ঐ সকল সুপ্ত সম্ভাবনাকে ব্যাকৃত করিবার জন্যই জীবকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়—

মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

(মহদ্-ব্রহ্ম = প্রকৃতি)

অর্থাৎ, বাইবেলের ভাষায়—He is sown in weakness, to be raised in power.

ঐরূপে প্রাকৃতিক জগতে নামিয়া নিরঞ্জন জীব 'পুরঞ্জন' হয়—দেহ-রূপ পুরের সহিত তাহার সংযোগ সংঘটিত হয়।

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি—শ্বেত, ৫।১২

ফলে? শরীরম্ অভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ সংসৃজ্যতে (বৃহ, ৪।৩।৮)—দেহযোগের ফলে জীব—সে যে অমৃতের পুত্র (Child of the Infinite), তাহা বিস্মৃত হইয়া শোকমোহের অধীন হয়।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ
অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—মুণ্ডক, ৩।১।২

এক কথায়,—মোহাদ্ অনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি

শোচতি (পঞ্চদশী)। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন :—

দেহযোগাদ্ বা সোপি—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬

সোপি (জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য-তিরোভাবঃ) দেহযোগাদ্ (দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিবিষয়-বেদনাদি-যোগাৎ) ভবতি—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, জীবের ঐ দৈন্য, ঐ শোক-মোহের হেতু দেহ-যোগ—ইন্দ্রিয়-মনঃ বুদ্ধির সংযোগ। দেহযোগের এত বালাই লক্ষ্য করিয়াই ছান্দোগ্য বলিলেন—'এষ সংপ্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়'।

কিন্তু এততেও জীব নিজের 'দৈবী জাতি' (Divine origin) একবারে ভুলিতে পারেনা। সেইজন্য দেখি, দেহের এত আক্ষেপ-বিক্ষেপ সত্ত্বেও জীবের অভ্যন্তরে অদম্য ব্রহ্মক্ষুধা নিরন্তর সংধুক্ষিত হইতেছে—যাহাকে পাশ্চাত্যেরা 'unquenchable hunger for the Absolute' বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

Whatever we may do, our hunger for the Absolute wil never cease.—Mysticism, p. 46.

ঐ ব্রহ্মক্ষুধা বুদ্ধির অযুত তর্কেও নির্বাপিত হয়না এবং যতদিন না জীব ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে, ততদিন তাহার শান্তি-স্বস্তির অনুভূতি হয় না। প্রাচীন ভাষায় ইহাই প্রকৃত 'অমৃতত্ব'। চাতক যেমন ফটিক জল ভিন্ন অন্য বারিতে তৃপ্ত হয় না, জীবও তেমনি 'অমৃতত্ব' ভিন্ন অন্য কিছুতে তৃপ্তি বোধ করে না।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিম্ অহং তেন কুর্যাম্—বৃহ, ৪।৫।৪

বোধি ও ব্রহ্ম-সাযুজ্য

প্রাচীন ঋষিরা নানা ছন্দে এ কথা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—অমৃতত্ব অর্জনের অমোঘ পন্থা ব্রহ্মের সহিত সংযোগ—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বম্ এতি—ছান্দোগ্য, ২।২৩।১

তাঁহাদের কথা এই :—

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩১।১৮
তাঁহারে জানিলে জীব যায় মৃত্যুপার।
অয়নের তরে গতি কভু নাহি আর॥

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব-পাশৈঃ—শ্বেত, ১।৮
'ব্রহ্মবিজ্ঞানই পাশমুক্তির অনন্য হেতু।'

এমন কি বরং ক্ষুদ্র চর্মখণ্ডের ন্যায় অনন্ত আকাশকে বাহুদ্বারা বেষ্টন করা সম্ভব হইতে পারে—কিন্তু ব্রহ্মকে না জানিয়া সংসার-মুক্তি একেবারে অসম্ভব।

যদা চর্মবদ্ আকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবম্ অবিজ্ঞায় সংসারান্তো ভবিষ্যতি॥—শ্বেত, ৬।২০

কিন্তু যে ব্রহ্মের বিজ্ঞান মুক্তির পক্ষে এইরূপ অবশ্যম্ভাবী—তাঁহাকে জানিব কিরূপে? তিনি ত মনঃ-বুদ্ধির অগোচর—

যতো বাচো নির্বতন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
—তৈত্তি, ২।৪।১

'বাক্য মনঃ যাঁহার লাগ না পাইয়া হটিয়া আসে (sinks back baffled)'।

তিনি যে বচনের মননের চিন্তনের অতীত—

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি, ন বাক্ গচ্ছতি, নো মনো, ন বিদ্মো ন বিজানীমঃ—কেন, ৩

'যেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, বুদ্ধি যায় না—কিরূপে তাঁহাকে জানি ?'

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা—মুণ্ডক, ৩।১।৮
নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
—কঠ, ২।৩।১২

'তিনি ত' চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা কর্মেরও গ্রাহ্য নহেন।' 'তিনি যে বাক্য, মনঃ, চক্ষুঃ কিছুরই প্রাপ্য নহেন।'

বুদ্ধি দ্বারা যখন ব্রহ্ম বেদ্য নন, তবে কি তিনি একান্ত অজ্ঞেয় ? তবে কি agnosticism (অজ্ঞেয়তা-বাদই) দর্শনের চরম কথা ? কখনই না। আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধিই আমাদের সর্বস্ব নয়—বুদ্ধির উপর বোধি আছে—বোধের উপর প্রতিবোধ আছে। সেই প্রতিবোধ দ্বারা, সেই বোধির দ্বারাই তাঁহাকে জানিব এবং জানিয়া কৃতার্থ হইব।

প্রতিবোধ-বিদিতং মতং অমৃতত্বং হি বিন্দতে
—কেন, ২।৪

ইহাকেই পশ্চিমে মিষ্টিসিজ্‌ম্ (Mysticism) বলে—which claims to know the unknowable without

any help from Dialectic (Racejac)। ইহাই আমাদের কথিত প্রজ্ঞান—প্রজ্ঞানেনৈনম্ আপ্নুয়াৎ (কঠ, ২।২৪) ইহাকেই বাদরায়ণ 'সংরাধন' বলিয়াছেন—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্

—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪

অপি চৈনম্ আত্মানং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং = ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্—শঙ্করভাষ্য

'যোগীরা সংরাধনকালে পরমাত্মাকে দর্শন করেন; সংরাধন অর্থে ভক্তি ধ্যান প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান।'

ব্রহ্ম বুদ্ধির অগম্য হইলেও বোধির যে বেদ্য—এ কথা উপনিষদ্ ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন—

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ—কঠ, ৩।১২

এই অগ্র্যা সূক্ষ্মা বুদ্ধিই আমাদের বোধি।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং,
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি—কঠ, ২।১২

'অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে সেই পরম দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি সুখ-দুঃখ অতিক্রম করেন।'

হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তো
য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—কঠ, ৬।৯

'তিনি হৃদয়ে সংশয়-রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হন; তাঁহাকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।'

এই মনীষা, এই সংশয়রহিত বুদ্ধিই আমাদের বোধি।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য মিষ্টিক্‌দিগেরও সম্মতি আছে। একজনের কথা উদ্ধৃত করি।

Its life is enhanced, the barrier of personality is broken, man escapes the sense-world, ascends to the apex of his spirit, and enters for a brief period into the more extended life of the All.

ইহাই ব্রহ্মের সহিত মিলন। এ সম্পর্কে ধ্যানরসিক রেসিজ্যাকের একটি উক্তি শ্রবণ করুন—

In its early stages, the mystic consciousness feels the Absolute in opposition to the self. * * * As mystic activity goes on, it tends to abolish this opposition. * * * When it has reached its turn, the consciousness finds itself possessed by the sense of a Being at one and the same time greater than the self and identical with it : great enough to be God, intimate enough to be me.

আর একজন পাশ্চাত্য মিষ্টিকের বর্ণনা এইরূপ :—(তিনি রুইসব্রক্ (Ruysbroeck)—

'Come down quickly', says the Incomprehensible God-head to the soul that has struggled to the topmost branches of the theological tree—'for I would dwell with you today'. And this swift descent which God demands is simply an immersion by love and desire in that abyss of the

Godhead which the intellect cannot understand. Here where the intelligence must rest without, love and desire can enter in.

জীবব্রহ্মের মিলনের বেশ সুন্দর বর্ণনা নহে কি? এখানেও বুদ্ধির উর্দ্ধতন ঐ বোধির প্রতি লক্ষ্য—'where the intelligence (বুদ্ধি) must rest without'.

---

(৪)

মিলন ও মিশ্রণ

কোনও কোনও প্রগাঢ় মিষ্টিক্ কিন্তু মিলনেও তুষ্ট নন—তাঁহারা মিশ্রণ চান। তাঁহারা বলেন, বোধির দ্বারা ব্রহ্মকে জানিলাম বটে, ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফলে ব্রহ্মভূত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম বটে—কিন্তু ? তাঁহার সহিত মিশ্রিত হইতে চাই—তাঁহাতে প্রবেশ করিতে চাই—আমার জীবসংবিৎ সেই বিশ্বসংবিতে নিমজ্জিত করিতে চাই—

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ !

—গীতা, ১১।৫৪

জানা ও দেখার উপর ঐ প্রবেশ !

'In this condition of consciousness all barriers are obliterated, the Absolute flows in on us and we rush out to its embrace.'

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তঃ জীবাত্ম-পরমাত্মনোঃ।

গীতায় শ্রীভগবান্ ইহাকেই 'পরাভক্তি' বলিয়াছেন। এই পরাভক্তির উদয়ে কি হয় ?

ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

—গীতা, ১৮।৫৫

'ধ্যানরসিক ঐ পরাভক্তির দ্বারা ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ অবগত হন, এবং ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করেন।' ইহাই মহামিলন—যাহাকে আমরা 'মিশ্রণ' বলিলাম। একজন পাশ্চাত্য ধ্যানী (Tauler) এই মহা-মিলনের কথঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়া এই ভাবের বিবরণ দিয়াছেন ঃ—

His spirit is, as it were, sunk and lost in the Abyss of the Deity and loses the consciousness of all creature-distinctions (অর্থাৎ, জীবসংবিৎ ঐ বিশ্বসংবিতে নিমগ্ন হইলে ত্রিপুটীর প্রভেদ তিরোহিত হয়)। * * All things are gathered together in one with the divine sweetness, and the man's being is so penetrated with the Divine Substance that he loses himself therein, as a drop of water is lost in a cask of strong wine. And thus the man's spirit is so sunk in God in divine union, that he loses all senseof distinction ··and there remains a secret, still union, without cloud or colour.

বৈষ্ণবী ভাষায় ঐ মহামিলনের ঝঙ্কার শ্রবণ করুন। চরিতামৃতে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ-সংবাদে রাম রায় মহাপ্রভুকে স্বরচিত একটি গীত শুনাইয়াছিলেন—

এত কহি আপন-কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

গীতম্

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল···
না সো রমণ না হাম রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি।
'না সো রমণ না হাম রমণী' !

অর্থাৎ, বঁধু সে আমার এক কলেবর
দুহুঁ সে একই প্রাণ——চণ্ডীদাস

কারণ, ঐ মহামিলনে কান্তা-কান্তের ভেদ অভেদে ডুবিয়া যায়। He disappears and loses himself in God (Suso)।

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে দেখি, 'সুর-নর-রিপু হিরণ্য-কশিপু' আদর্শ ভক্ত প্রহ্লাদকে নাগপাশে বাঁধিয়া, বক্ষে শিলা চাপাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে, প্রহ্লাদ ভগবদ্-ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যান নিবিড়তর হইলে তিনি প্রথমতঃ ভগবানের উদ্দেশে বলিলেন—

ত্বত্তঃ সর্বং ত্বংহি সর্বং ত্বয়ি সর্বং সনাতনে—

তোমা হ'তে সব, তুমি হও সব, তোমাতেই সব ওগো সনাতন !

কিন্তু ধ্যান যখন নিবিড়তম হইল, তখন প্রহ্লাদ মহা-মিলনে নিমগ্ন হইয়া অদ্বৈতানুভূতিতে বলিলেন—

আমা হইতে সব, আমি হই সব, আমাতেই সব—আমি চিরন্তন।

মত্তঃ সর্বং অহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে।

সুফিদিগের মুখেও ঐ ধরণের কথা শোনা যায়—

And whoever in love's city enters, finds but room for one and in oneness union—Jimi.

The questing soul ultimately reaches the 'valley of annihilation of self' where the theopathetic state is attained in which the self is utterly *merged*, like a fish in the sea, in the ocean of Divine Love.—Attar.

এই যে ব্রহ্মের সহিত মহামিলনের বা মিশ্রণের অবস্থা—বেদান্তে যাহাকে 'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' বলে—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' —সে অবস্থা অনির্বচনীয়। যে অবস্থায় 'the soul is *oned* with Bliss'—সেই আনন্দময়ের সহিত জীব একীভূত হইয়া যায় *—'becomes one with God, self-merged in the principle of Love and Life'—সে অবস্থার কি বর্ণনা সম্ভব ?

এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মিষ্টিক্‌দিগের সাক্ষ্য এই :—

The mystic experience ends with the words 'I live—yet not I but God in me.'—Racejac.

'God and the soul are made one thing in the unitive state.' 'He and I become one I.' —Eckhart.

We are two in *one.* He is given to her ; she is given to Him.—St. Mechthild.

My 'me' is God, nor do I know my selfhood, except in God.—St. Catherine of Genoa.

---

* সেই জন্য বাদরায়ণ ইহাকে 'অ-বিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ' (ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।৪) বলিয়াছেন।

ঐ মিলন ও মিশ্রণের প্রভেদ একটি উপমান দ্বারা বিশদিত করা যাইতে পারে। আমাদের পরিচিত জলস্তম্ভে (waterspout) ব্যাপারে জলদ জলধির সহিত মিলিত হয়—জলদ জলদই থাকে, জলধি জলধিই থাকে, কিন্তু উভয়ের সান্নিধ্যবশতঃ সংযোগ সাধিত হয়। ইহাই মিলন। কিন্তু নদী যখন নিজের নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন নদী আর নদী থাকে না—সমুদ্র হইয়া যায়।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

—ইহাই মিশ্রণ। অর্থাৎ, মিলনে সান্নিধ্য, সংযোগ (propinquity)—আর মিশ্রণে দ্বিত্ব নয়, একত্ব—at-one-ment, mergence, absorption। এক কথায় মিলনে unity, মিশ্রণে identity।*

এ সম্বন্ধে আমার 'প্রেমধর্ম'-গ্রন্থে আমি যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি- এখানে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া নিবৃত্ত হইলাম। মিশ্রণের অবস্থায় আমার আমিত্ব থাকে কিম্বা ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক বিলোপ হয়—ইহা লইয়া বিবাদ আছে। আমি বলিতে চাই—যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত একাকার হইতে অনিচ্ছুক, যাঁহারা জীব-সংবিৎকে ব্রহ্ম-সংবিতে ডুবাইয়া দিতে অরাজী—যাঁহারা বৈষ্ণবিক সাধক—তাঁহারা প্রেম-রস-আস্বাদনের জন্য ব্যাবহারিক ভেদের গন্ধটুকু অবশিষ্ট রাখেন। তাঁহাদের পক্ষে- 'in that apparently selfless state

---

* পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরা সাধকের illuminative way এবং সিদ্ধের unitive way-এর পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া এই মিলন ও মিশ্রণের প্রভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

"the I, the Me, the Mine," though spiritualised, remain intact.' আর যাঁহারা বৈদান্তিক সাধক—বিদেহ-কৈবল্য যাঁহাদের লক্ষ্য—ব্যক্তিত্ব যাঁহাদের দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎ-কর—তাঁহাদের পক্ষে বোধির পূর্ণ বিকাশের ফলে ঐ ব্রহ্ম-সাযুজ্য—'self-identification with God'-রূপ মোক্ষ বা নির্বাণ সিদ্ধ হয়—যে নির্বাণের স্বরূপ "Immersion in the Absolute", 'Amalgamation with God.'

বোধ হয় এতদূরে আমরা বুঝিলাম, কেন বোধির বিকাশ ও সম্প্রসারণ জীবের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সমাপ্ত